

কোকরোচ আন্দোলনকে ষড়যন্ত্র বলে কটাক্ষ শর্মীকের



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১০ অক্টোবর ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে ‘কোকরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরঙ্গ তুঙ্গে। শনিবার মহালয়ার সকালে বাগবাজার ঘাটে তর্পণ সেরে এই আন্দোলনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শর্মীক ভট্টাচার্য্য। তাঁর অভিযোগ, হতাশা থেকেই এই আন্দোলনের জন্ম।

তাঁর দাবি, মুখাশের আড়ালে দেশবিরোধী শক্তি সক্রিয় রয়েছে। যদিও গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলন করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। শর্মীকের কথায়, আজকের আন্দোলন হতাশা থেকে। ভারত সরকার বিষয়টিতে নজর রাখছে। মুখোশ পরে দেশবিরোধী শক্তি কাজ করছে। আমাদের কাছেও খবর আছে। আগের আন্দোলন হাসিমুখে প্রতাহার করে নিয়েছিল ওরা। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক শক্তি ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। সেই প্রচেষ্টা সফল হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শনিবার দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে ‘কোকরোচ জনতা পার্টি। তবে এই কর্মসূচির জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে খবর।

তা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মধ্য দিল্লির একাধিক এলাকায় কচা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, বিক্ষোভ ঘিরে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সে জন্য আগাম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। মধ্য দিল্লির বহু এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। এই বিধিনিষেধ অমান্য করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশের তরফে সতর্ক করা হয়েছে। জনপথ-কর্তব্যপথ সংযোগস্থলের চার কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে একাধিক এলাকায় ২৪ ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার রাত ১০টা পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকার কথা। পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শহরজুড়ে অন্তত ২৬ হাজার পুলিশকর্মী ও আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিক্ষোভস্থলে পৌঁছানোর আগেই বিমান থেকে আটক করা হয়েছে ‘কোকরোচ জনতা পার্টির কয়েক জন নেতাকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাষ্ট্র।

সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবেই তাঁদের আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু দিল্লির বিক্ষোভ নয়, এ দিন তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেছেন শর্মীক ভট্টাচার্য্য। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের উদ্যোগকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, অর্ধমৃত দল মৃত দলের সঙ্গে মিলে একটি অপচেষ্টা করছে। তা সফল হবে না। দেবীপক্ষের সূচনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতায় না থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর কথায়, দেবীপক্ষের সূচনা লগ্নে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় নেই। দিল্লি চলে গিয়েছেন। আমরা চাই উনি এখানে থাকুন। বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে যান। আমরা তা দেখতে চাই। তৃণমূলের বড় নেতারা সব কোথায় গেলেন? মহালয়ার আবহে একদিকে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে বিক্ষোভ, অন্যদিকে বাণেশ্বর শসক ও বিদ্যেধী শিবিরের রাজনৈতিক সংঘাত-দুই ঘটনাই নতুন করে চর্চার কেন্দ্রে। যন্তর মন্তরের আন্দোলনকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর থাকে এবং শর্মীকের মন্তরের জবাবে তৃণমূল কী অবস্থান নেবে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

ভোটচুরির অভিযোগে বিরোধীদের পাল্টা আক্রমণ প্রাক্তন আমলার



নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ ভোটচুরির অভিযোগ তুলে দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বদনাম করার চেষ্টা করছে বিরোধীরা! এমনই অভিযোগ তুলে দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখলেন ১২৪ জন প্রাক্তন আমলা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন আইএসএস, আইএফএস এবং আইআরএস আধিকারিকরা। বিরোধীদের

উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রশ্ন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি, নাকি ভোটের ফলাফল পছন্দ হচ্ছে না? একই ব্যবস্থায় জিতলে নির্বাচন সুষ্ঠু, আর হারলেই ভোটচুরি-এমন দাবি কতটা যুক্তিসংগত, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। কংগ্রেস-সহ বিরোধী জোট, আম আদমি পার্টি এবং বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ভোটার তালিকা সংশোধন থেকে শুরু করে ভোটের স্বচ্ছতা-একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে খবর হয়েছে বিরোধী শিবির। এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন আমলাদের খোলা চিঠি নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিয়েছে। খোলা চিঠিতে প্রাক্তন আমলারা লিখেছেন, ‘ভোটচুরি এবং ‘রিগড নির্বাচন’-এর মতো শব্দের বারবার ব্যবহার দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর মানুষের আস্থা দুর্বল করতে পারে। তাঁদের বক্তব্য, অতীতে তাঁরা এমন সময় দেখেছেন, যখন ব্যালট চুরি, বুথ দখল এবং গণেশপঞ্জির প্রয়োগ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বড় সমস্যা ছিল। চিঠিতে বলা হয়েছে, বুথ দখল ও হিংসার মতো ঘটনা একসময় এতটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল যে, সেগুলিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে অস্বীন প্রণয়ন করতে হয়েছিল। সেই অতীতের সঙ্গে বর্তমান নির্বাচন পরিচালনার তুলনা করার আগে বিরোধীদের উপযুক্ত প্রমাণ সামনে আনা উচিত বসেই মত তাঁদের। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে প্রাক্তন আমলাদের বক্তব্য, অস্বচ্ছ ভোটের তালিকা সাধারণ ভোটারদের স্বার্থ রক্ষা করে না বরং প্রতারকদের সুবিধা করে দিতে পারে। তাঁদের মতে, একই নির্বাচনী ব্যবস্থায় কোনও দল জয়ী হলে প্রক্রিয়াকে স বলে মেনে নেওয়া এবং পরাজিত হলে সেই ব্যবস্থাকেই কার্যচূপির জন্য দায়ী করা যুক্তিসংগত নয়।

চিঠিতে বিরোধীদের আত্মসমালোচনার পরামর্শ দিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তাঁদের আপত্তি কি আদতে নির্বাচন পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে, নাকি নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে? বিহারে ভোটের তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার পক্ষেও সওয়াল করেছেন প্রাক্তন আমলাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, এই প্রক্রিয়ার ফলে বিহারে স্বচ্ছ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে এই মূল্যায়ন তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগের যথার্থতা নির্ধারণ করতে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও প্রমাণের পর্যালোচনা জরুরি। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন বিদেশ সচিব কানওয়াল সিবালা এবং প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক আর ডি কাপুর, সমীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল কৃষ্ণ, বিবেক ভারদ্বাজ ও নবনীত সেহগাল-সহ অনেকে। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়েও তাঁদের বক্তব্য, কমিশনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হয়। তাই কমিশনের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তথ্য থাকা জরুরি বলে মনে করছেন তাঁরা। সব মিলিয়ে, ১২৪ জন প্রাক্তন আমলার এই খোলা চিঠি নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে চলা বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিরোধীদের অভিযোগের পাল্টা জবাবে তাঁরা প্রশ্নের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। এখন নজর, এই চিঠির প্রতিক্রিয়ায় বিরোধী শিবির কী বক্তব্য সামনে আনে।

আলোর ঝলকে অসুরবধ, ইডেনে দুর্গার মহিমা! মেগা অনুষ্ঠানে মুগ্ধ তিলোত্তমা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১০ অক্টোবর ঃ আলোর রেশনাই,

বিশেষ অনুষ্ঠান ঘিরেও প্রত্যাশা ছিল যথেষ্ট। ইডেনের মঞ্চে আলোর

জমজমাট। মহালয়ার এই বিশেষ আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ



ঢাকের বোল আর একের পর এক শিল্পীর পরিবেশনায় মহালয়ার সন্ধ্যায় উৎসবের মেজাজে মাতল তিলোত্তমা। ইডেনে গার্ডেন্সে চোখখাধানো লাইট শোয়ে ফুটে উঠল দুর্গতিমাশিনী দেবী দুর্গার অসুরবধের দৃশ্য। আলোকসজ্জার অভিনব উপস্থাপনা থেকে সংগীত ও নৃত্য-সব মিলিয়ে মহালয়ার মেগা অনুষ্ঠান ঘিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল উচ্ছ্বাস। দুর্গাপূজার সূচনালগ্নে এমন বর্ণাঢ্য আয়োজন শহরের উৎসবের আবহকে আরও জমিয়ে দিল। এবারের দুর্গাপূজাকে ঘিরে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়েছে। নতুন সরকারের আমলে এটাই প্রথম দুর্গোৎসব। ফলে মহালয়ার এই

খেলা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং তারকারদের উপস্থিতি সেই আয়োজনকে বিশেষ মাত্রা দেবে। শনিবার বিকেলে নির্ধারিত সময়ে ঢাকের আওয়াজ, আদিবাসী নৃত্য এবং শিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তীর গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শুরু থেকেই ইডেনের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আমেজ। এরপর একে একে মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জুন মালিয়া, স্বপন দাশগুপ্ত, সুধেশদুশেখর রায়-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। লাল শাড়িতে সেজে অনুষ্ঠানে যোগ দেন সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী। শিল্পী ও অভিনয়ের উপস্থিতিতে ইডেনের মঞ্চ হয়ে ওঠে

ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রোড রোড থেকে শোভাযাত্রা করে তিনি ইডেনে গার্ডেন্সে পৌঁছান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ বিনোদন জগতের একাধিক পরিচিত মুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখিকা তসলিমা নাসরিনও। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিল্পী এবং সংস্কৃতি জগতের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মহালয়ার অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হয় বিশেষ আবহ। দুর্গাপূজার সূচনাকে সামনে রেখে এই আয়োজনের মাধ্যমে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শান, লগ্নজিতা চক্রবর্তী, কৌশিকী

চক্রবর্তী এবং অন্তরা মিত্র। পাশাপাশি শান্তনু মৈত্রী ও তাঁর দলের পরিবেশনাও ছিল অন্যতম আকর্ষণ। যন্ত্রসংগীতে অংশ নেন দেবর্ষি ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য শিল্পীরা। বিভিন্ন ধরনকার সংগীতের মেলবন্ধনে অনুষ্ঠানে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। আলোর বিশেষ উপস্থাপনার সঙ্গে সংগীত ও নৃত্যের সমন্বয় দর্শকদের কাছে মহালয়ার সন্ধ্যাকে আরও স্মরণীয় করে তোলে। বিশেষ করে আলোকরশ্মির মাধ্যমে দেবী দুর্গার অসুরবধের দৃশ্য ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

ইডেন গার্ডেন্সে মেগা অনুষ্ঠানের কারণে কলকাতার একাধিক রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, স্ট্যান্ড রোড এবং সেন্ট জর্জস গেট রোডের নির্দিষ্ট অংশে পণ্যবাহী যান চলাচলে বিধিনিষেধ জারি ছিল। রাজ্য উডমন্ট স্ট্রিট ও হেংসিংস ক্রসিংয়ের ধাবাবতী অংশে যান চলাচল নিষন্ত্রণের কথা জানানো হয়। শনিবার ভোর ৪টে থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ কার্যকর রাখার কথা ছিল। অনুষ্ঠান ঘিরে যাতে যানজট ও বিশৃঙ্খলা না তৈরি হয়, সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। সব মিলিয়ে, মহালয়ার সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সের বর্ণাঢ্য আয়োজন দুর্গাপূজার আনন্দকে আরও উজ্জ্বল করে তুলল। আলো, সংগীত ও নৃত্যের মেলবন্ধনে দেবী দুর্গার আগমনকে স্বাগত জানানাল কলকাতা। পূজার ঢাকে কাটি পড়ার আগে এই অনুষ্ঠান শহরের উৎসবের আবহকে আরও জমিয়ে দিল।

কৃষির উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জীবিকার প্রসারে ৩৫০ কোটি টাকার জলবিভাজিকা প্রকল্পে সাফল্য বাংলার!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১০ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোনার আওতায় জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষ করে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে জলসংরক্ষণ, সেচের পরিধি বৃদ্ধি, কৃষির উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জীবিকার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই প্রকল্প। কৃষি দফতর সূত্রে খবর, এই সাফল্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের পরিধি আরও বাড়িয়ে ১০টি জেলায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম-এই ছয় জেলায় মোট ২৭টি জলবিভাজিকা প্রকল্পের কাজ চলছে। সব মিলিয়ে প্রকল্পের বায় ৩৫০ কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে কেন্দ্রের বরাদ্দ ২১০.৩৬

কোটি টাকা এবং রাজ্যের অংশ ১৪০.২৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় এসেছে প্রায় ১.২৯ লক্ষ হেক্টর এলাকা। কৃষি দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হয়েছে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৪১৮ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। জলসংরক্ষণ এবং সেচের পরিকাঠামো উন্নয়নের ফলে বর্ষানিবর্ত কৃষিজমিতে চাষের সুযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় খনন ও পুনঃ খননের মাধ্যমে ৫১০টি পুকুর এবং ভূগর্ভস্থ জল ধারণের কাঠামো তৈরির কাজ হয়েছে। পাশাপাশি বন্যহার, মস্যাচাল, উন্মাদপালন এবং ঠেক ড্যাম, সেচ নালী নির্মাণ এবং বনসজনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন দফতর। এর ফলে প্রায় ২২,৩০৮ হেক্টর বর্ষানিবর্ত

জমিতে জলধারণের ক্ষমতা ও সেচের সুযোগ বেড়েছে। বিশেষত অপেক্ষাকৃত শুষ্ক পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিকাজে জলের জোগান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন নয়, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতেও এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ৫,৫৪৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ৯,৬৯২টি ব্যবহারকারী গোষ্ঠী সহায়তা পেয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার, মস্যাচাল, উন্মাদপালন এবং অন্যান্য জীবিকাভিত্তিক কর্মকাণ্ডে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরির পথও প্রশস্ত হয়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। বর্তমান প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে WDC-PMKY 3.0-এর আওতায়

আরও চারটি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে রাজ্য। নতুন পর্যায়ে আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব বর্ধমানকে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি কার্যকর হলে বর্তমান ছয় জেলার পাশাপাশি আরও চার জেলায় জলসংরক্ষণ, সেচ পরিকাঠামো এবং গ্রামীণ জীবিকার উন্নয়নে কাজের সুযোগ তৈরি হবে। তবে সম্প্রসারণের প্রস্তাবের চূড়ান্ত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের সময়সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি। সব মিলিয়ে, জলসংরক্ষণ থেকে কৃষকের আয়বৃদ্ধি-বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে প্রকল্পটি। এবার ১০ জেলায় সম্প্রসারণের প্রস্তাব কতটা বাস্তবায়িত হয়, সেদিকেই নজর কৃষিমহলের।

এক ফোনেই পৌঁছে যাবে পুলিশ মহালয়ায় বঙ্গে রাজ্য ১১২ পরিষেবা চালু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১০ অক্টোবর ঃ এক ফোনেই পৌঁছে যাবে পুলিশ। যে কোনও আপকালীন পরিস্থিতিতে জরুরি পরিষেবা দিতে ২৪ ঘণ্টা প্রস্তুত থাকবে প্রশাসন। মহালয়ায় বঙ্গে রাজ্য ১১২ পরিষেবা চালু। পুলিশের বহুরে যুক্ত হল ৪৫০ টি গাড়ি। থানা প্রতি বরাদ্দ একটি করে গাড়ি-মোটরবাইক। ৫ মাসে প্রশাসনিক খোলনালগ্নে বদলে ফেলতে উদ্যোগী পুলিশমন্ত্রী বললেন, পুলিশের গায়ে হাত দিলে অবস্থা খারাপ হবে। পার্কস্টিট কাণ্ড মনে করিয়ে ফের ষাঁষিয়ারি দিলেন শুভেন্দু। বিগত সরকারের আমলে প্রশাসনিক পরিষেবায় ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে পুলিশমন্ত্রী এদিন বলেন, আগে ১০০ নম্বরে ফোন করলে কোনও সাড়া পাওয়া যেত না। পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী হওয়ার পর ৫ মাস ধরে গোটের জোয়ার পুলিশ সাইনে ভিতরে ঢুকছি। বারাকপুর্ব কমিশনারেটে গেছি। তারাভালয় যারা মানুষের প্রাণ বাচিয়েছি তাকে ‘সন্মান’ দিয়েছি। পুলিশ-দমকলকে সন্মান জানাতে ধন্যবাদদায়ক অনুষ্ঠানে গিয়েছি। পুলিশের সব কন্ট্রোল রুমে ঘুরেছি। গোটো রাজ্যের লাইভ ট্রাফিক সিস্টেম চালু করার কাজ করেছি। হিটকো,

এনকেউএ-কে অনুরোধ করে পুলিশ বন্ধুদের রেনেকোর্ট তুলে দিয়েছি ভবানীভবনে। তৃণমূল সরকারের আমলে পুলিশকে ‘নিরীহার্য সর্দার’

এসেছিলাম, কোনও পুলিশের গায়ে হাত দিলে তার অবস্থা খারাপ হবে। আসানসোলে ফাঁড়ি ভেঙে দিয়েছিল, টাকা আদায় করেছি। রাজ্যে পুলিশে



করে রাখা হয়েছিল বলে খোঁচা দিয়ে শুভেন্দুর বার্তা, বর্তমানে লাখ প্রতি পুলিশের সংখ্যা ১৫৫। যোগীরাভো লাখে ২০০ পুলিশ। আগের সরকারের আমলে আমাদের রাজ্যে সেই সংখ্যা ছিল লাখ প্রতি ১০৫। মান্যপাওয়ার না থাকলে, সিভিল স্টু না থাকলে লড়াই করবেন কী করে? এরপরই শুভেন্দুর মুখে উঠে আসে পার্কস্টিট কাণ্ডের প্রসঙ্গ। তাঁর কথায়, পুলিশ-সিআরপিএফের ভাইদের পুজোর ছোড়া ট্রাফিক পার্কস্টিট সাংবাদিকদের সামনে বলে

নিয়োগ নিয়েও আশার কথা শোনান পুলিশমন্ত্রী। শুভেন্দু বলেন, ওবিসি জটে আটকে ছিল পুলিশ নিয়োগ। আমি বিধানসভায় ডেকে আইন সংশোধন করেছি। রাজ্য সরকার যে মামলা করেছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। আইনে জিতে পুলিশ বোর্ডের চেয়ারম্যান নিরোজ সিং সক্ষে ৭টায সিলেকটেড লিস্ট পাবলিশ করে দিয়েছেন। ১১ হাজারের বেশি নতুন কনস্টেবল পুজোর আগে নিযুক্তি পেতে চলেছেন। আগামী শুক্রবার

কনস্টেবলদের নিজের হাতে নিয়োগের তুলে দেওয়ার কথা জানান পুলিশমন্ত্রী। থানা প্রতি ১ টি করে গাড়ি-মোটরবাইক বরাদ্দ করার পাশাপাশি ১৫০০ ডাইভার নিযুক্ত করা হয়েছে। বিগত সরকার ‘পুলিসের হাত-পা বেঁধে রেখেছিল’ বলে অভিযোগ তোলেন পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু। সেই সঙ্গে বীরভূমের পাথরসম্রাট টুল মণ্ডলের কথা মনে করিয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানান শুভেন্দু। বলেন, আগে আমি কথায় কথায় বলতাম, ইডি, সিবিআই, এনএই চাই। আমি জানি আমাদের পুলিশের ক্ষমতা আছে। বীরভূমে এসটিএফ-সিআইডি লাগেনি। এক পাথরমক্ষিয়ার সম্পত্তি-গাড়ি মিলিয়ে ২২০ কোটির উদ্ধার করেছিল বীরভূম পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, আরজি কর, বাকুপুত্রের মতো ঘটনা-আর ঘটবে না। নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের ব্যবসা বরাদ্দস্ত নয় বলেও এদিন ফের ষাঁষিয়ারি দেন তিনি। সবমিলিয়ে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনকে আড়ে-বরুণে শক্তিশালী করে পালাবদলের সঙ্গে নতুন ইতিহাস রচনা পাখে অঙ্গীকারের কথাই এদিন যোগ্যে করলেন রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী।

দিল্লিতে ধরনা দিতে গিয়ে আটক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!



নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ ভোটচুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। শনিবার রাজধানীর সাউথ অ্যাডিনিয়ে ধরনায় বসার পরই দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আটক করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতাকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ডেরেক ও ব্রায়েন, সাকেত গোখেল, দোলা সেন, প্রতিমা মণ্ডল এবং শামিরুল ইসলাম। বেআইনি জমায়েতের অভিযোগে এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। আটক হওয়ার পর প্রিজন ভ্যানে বসেই সমাজমাধ্যমে কেসবুক লাইভ করেন মমতা। সেখান থেকে ফের একবার কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়ান তিনি। শুধু রাজনৈতিক বক্তব্যই নয়, প্রিজন ভ্যানে বসে ‘আখ মে ভর লো পানি’ গানটিও গাইতে দেখা যায় তাঁকে। তাঁর এই ভিডিও ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা। তবে আটক করার পর তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নয়। শনিবার সকাল থেকেই দিল্লিতে নিরাপত্তার কড়াভাড়া। নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে বিক্ষোভের কর্মসূচি এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার জেরে রাজধানীর একাধিক এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। এর মধ্যেই ভোটচুরির অভিযোগ তুলে সাউথ অ্যাডিনিয়ে নিজেসব বাসভবনের সামনেই ধরনায় বসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের একাধিক সাংসদ ও শীর্ষ নেতা। কিন্তু ধরনা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছন দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ উপস্থিত নেতাদের আটক করা হয় বলে জানা গিয়েছে। আটক হওয়ার পরেও নিজেসব অবস্থান থেকে সরে আসেননি তৃণমূল নেত্রী। ফেসবুক লাইভে কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন তিনি। একই সঙ্গে গান গেয়ে প্রতিবাদের বার্তা দেন মমতা। তাঁর এই পদক্ষেপকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন করে আলোচনা। মধ্য দিল্লির বহু এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা কার্যকর রয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জমায়েত করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। বিক্ষোভ ঘিরে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সে জন্য পুলিশ সতর্ক রয়েছে। একদিকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, অন্যদিকে ভোটচুরির অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা-শনিবারের দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তৃণমূল নেত্রী ও দলের সাংসদদের আটক করার ঘটনায় কেন্দ্র-রাজ্য রাজনৈতিক সংঘাত আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তবে এই ঘটনায় দিল্লি পুলিশের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য এবং আটক নেতাদের পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসা এখনও বাকি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি আগামী দিনে রাজনৈতিক সমীকরণে কী প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর।

এটিএম ও ইউপিআই দিয়ে তোলা যাবে পিএফ-এর টাকা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১০ অক্টোবর ঃ প্রতিভেট ফাউন্ডেশন চাকা তুলতে আর দীর্ঘদিন অপেক্ষা কিংবা জটিল প্রক্রিয়ার মুখে পড়তে হবে না। এটিএম এবং ইউপিআই-এর মাধ্যমে পিএফ-এর টাকা তোলার ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছে



কেন্দ্র। প্রাথমিকভাবে চলতি বছরের জুন মাসে এই পরিষেবা চালুর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও তা পূরণ হয়নি। এবার নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, পরীক্ষামূলক প্রকল্প সফল হলে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পরিষেবা চালু হতে পারে। তেমনটাই জানা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট সূত্রে। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন-এর নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম EPFO 3.0-এর মাধ্যমে টাকা তোলার প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হবে। এটিএম থেকে সরাসরি টাকা তোলার পাশাপাশি ইউপিআই ব্যবহার করেও পিএফ-এর টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। এই পরিষেবা চালু হলে দেশের কয়েক কোটি পিএফ সদস্য উপকৃত হতে পারেন। এতদিন পিএফ-এর টাকা তুলতে হলে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আবেদন করতে হত। অনলাইনে কর্ম পূরণ, প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই এবং আবেদন অনুমোদনের মতো একাধিক ধাপ পেরিয়ে তবেই টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ত। নতুন ব্যবস্থায় সেই প্রক্রিয়া অনেকটাই সহজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় পিএফ অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবা যুক্ত করা হবে। ফলে যোগ্য সদস্যরা নির্ধারিত নিয়ম মেনে এটিএম অথবা ইউপিআই-এর মাধ্যমে টাকা তুলতে পারবেন। তবে এটিএম ব্যবহারের পদ্ধতি, কার্ডের ধরন, লেনদেনের সীমা এবং পরিষেবা পাওয়ার নির্দিষ্ট শর্তাবলী সম্পর্কে চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রকাশিত হওয়া এখনও গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় পিএফ-এর মোট ব্যালেন্সের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত টাকা তোলার সুযোগের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। বাকি ২৫ শতাংশ অবসরকালীন সঞ্চয় হিসেবে অ্যাকাউন্টে রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই সুবিধা কার্যকর হলে তা সংশ্লিষ্ট নিয়ম, টাকা তোলার কারণ এবং সদস্যের যোগ্যতার উপর নির্ভর করবে। তাই ৭৫ শতাংশ টাকা তোলার সুযোগকে সব সদস্যের ক্ষেত্রে নিঃসর্ত সুবিধা হিসেবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। চূড়ান্ত নিয়ম প্রকাশের পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুন মাসের মধ্যে পরিষেবা চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় এখন পরীক্ষামূলকভাবে এটিএম ও ইউপিআই ভিত্তিক টাকা তোলার ব্যবস্থা চালুর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পাইলট প্রকল্প সফল হলে ডিসেম্বরের মধ্যে পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে বলে খবর। যদিও ডিসেম্বরের সময়সীমা এখনও চূড়ান্তভাবে কার্যকর পরিষেবা শুকুর নিশ্চয়তা নয়। পরীক্ষামূলক পর্যায়ে ফলাফল এবং EPFO-র আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তির উপরই নির্ভর করবে প্রকৃত সূচনার দিশক্ষা। নতুন ব্যবস্থা চালু হলে আবেদন করার ব্যক্তি কমতে পারে, টাকা পাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত হতে পারে এবং ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন আরও সুবিধাজনক হতে পারে। বিশেষত জরুরি আর্থিক প্রয়োজনে পিএফ-এর টাকা তুলতে চান, এমন সদস্যদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

মহালয়া উপলক্ষে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী, শুভকামনা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : মহালয়ার পূণ্যলগ্নে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনা উপলক্ষে দেশের প্রতিটি প্রান্তে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় দেবী দুর্গার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন তারা।শনিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি লেখেন, ‘শুভ মহালয়া! মা দুর্গার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। মাযের আশীর্বাদ আমাদের সমাজকে সুখ, সহমর্মিতা এবং আশায় পূর্ণ করুক। চতুর্দিকে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করুক।অন্যদিকে, শারদোষাবের আবেহ দেশবাসীর সার্বিক মঙ্গল কামনা করে বার্তা দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি উল্লেখ করেন, পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনার সন্ধিক্ষণে মহালয়ায় ধ্বনিত হচ্ছে মা দুর্গার আগমনী বার্তা। মাযের আশীর্বাদে প্রতিটি জীবন ভরে উঠুক অফুরন্ত আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধিতে।

দুর্গাপূজোর আবহে পার্ক সার্কাস সেভেনে পয়েন্টে আলপনা আঁকলেন অগ্নিমিত্রা পাল



কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ দুর্গাপূজোর আবহে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পার্ক সার্কাস সেভেনে পয়েন্টে শিল্পীদের সঙ্গে আলপনা আঁকার কাজে হাত লাগানেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। উৎসবের আগমনী বার্তাকে স্বাগত জানাতে এবং বাংলার সমৃদ্ধ লোকশিল্প ও সংস্কৃতির উদ্দ্যাপন করতে রাজপথে এই রঙিন চিত্রাচারিত আলপনা আঁকার উদ্যোগ নেন তিনি।আলপনা আঁকার ফাঁকে অগ্নিমিত্রা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের আমলে আমরা পার্ক সার্কাসে আলপনা আঁকার এই উদ্যোগ নিয়েছি। এই সেই পার্ক সার্কাস, যা একসময় ভারত-বিরোধী ম্লোগ্যাবের জন্য পরিচিত হয়ে উঠেছিল এবং যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়কে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল।উৎসবের প্রাক্কালে রাজপথে এই ঐতিহ্যবাহী আলপনা আঁকনের মাধ্যমে দুর্গাপূজোর আনন্দ ও বাংলার সংস্কৃতির বার্তা পিসেছেন অগ্নিমিত্রা।

নোয়াখালি হিংসার বার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ১৯৪৬ সালের নোয়াখালির ভয়াবহ ও পৈশাচিক সাম্প্রদায়িক হিংসার বার্ষিকীতে সেই মর্মস্পিক ঘটনায় গ্রাণ হারানো নিরপরাধ বাঙালি হিন্দুদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সোশাল মিডিয়াে প্ল্যাটফর্মে এক বিশেষ বার্তার মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ও কালো অধ্যায়টিকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।এক্স হ্যান্ডলে প্রকাশিত নিজের পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন যে, ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর, অর্থা কোজাগরী পূর্ণিমা ও লক্ষ্মীপূজোর পবিত্র তিথিতে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালি এবং টিঙ্গেরা জেলায় উগ্র ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার জেরে নিরপরাধ বাঙালি হিন্দুদের ওপর এক নৃশংস নরসংহারের সূচনা হয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত ওই অঞ্চলগুলিতে প্রায় চার সপ্তাহ ধরে সনাতনী মানুষদের ওপর অকথা ও অমানবিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল।ইতিহাসের এই রক্তক্ষয়ী ও কলঙ্কিত অধ্যায়ের কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেই অন্ধকার দিনের প্রকৃত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে

যৌষণা দূরন্ত প্রকানন (প্রাঃ) লিমনটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দাব্যবদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাননগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যৌষণা ভ্রমের কারণে স্পেশাল ব্রেকিং সেক্সেপ্শন নিশ্চে অন্ময়ী খাপা হচ্ছে।

বিরোধীদের নৈরাজ্যের রাজনীতি নিয়ে তোপ শিবরাজ সিং চৌহানের

ভোপাল, ১০ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও পুদুচেরির উপনির্বাচনে বিজেপি ও এনডিএ জোটের বিপুল জয়কে ‘উন্নয়নের পক্ষে জনাদেশ’ বলে ব্যাখ্যা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শনিবার ভোপালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, দেশের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার সংকল্পের সঙ্গে রয়েছেন। একই সঙ্গে দিল্লির সাম্প্রতিক আন্দোলন এবং বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে রাহুল গান্ধী ও বিরোধীদের বিরুদ্ধে ‘বিদেশি শক্তির মদতে দেশে নৈরাজ্য ছড়ানোর’ গুরুত্বর অভিযোগ তোলেন তিনি।উপনির্বাচনের ফল প্রসঙ্গে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, গতকালের উপনির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ, অসম পুদুচেরি-সর্বত্রই বিজেপি ও এনডিএ এক দুর্দান্ত জয় হাসিল করেছে। এই স্পষ্ট জনাদেশ বুঝিয়ে দিয়েছে, জনতা নরেন্দ্র মোদি ও



উন্নয়নের সঙ্গেই রয়েছে। মানুষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, একটি বিকশিত ভারত গড়ে তোলাই তাদের সংকল্প।এরপরই বিরোধী শিবিরকে নিশানা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আক্রমণ শানান। তিনি বলেন, একদিকে দিয়েছে, জনতা নরেন্দ্র মোদি ও

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে চড়ায়েছে, অন্যদিকে বিরোধীরা চূড়ান্ত হতাশ ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তারা ভোটের ময়দানে লড়াই করে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে ব্যর্থ। তাই এখন রাস্তায় নেমে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা।

পিনারাই বিজয়ন ও জন ব্রিটাসকে আটক করল দিল্লি পুলিশ, ‘দিল্লি অবরুদ্ধ’ বলে ক্ষোভ সিপিআই(এম)-এর

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : রাজধানীতে রাজনৈতিক বিক্ষোভের পারদ আরও চড়ল। শনিবার দিল্লির কেরল ভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সমব-কেরলমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেরল বিমানসভার বর্তমান বিরোধী দলনেতা পিনারাই বিজয়ন, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী কে এন বালা গোপাল এবং সিপিআই(এম) সাংসদ জন ব্রিটাসকে আটক করল দিল্লি পুলিশ। আটক করার পর তাদের প্রথমে ছত্রশাল স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।পুলিশ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে সিপিআই(এম) সাংসদ জন ব্রিটাস বলেন, পিনারাই বিজয়ন, কে এন বালা গোপাল এবং আমাকে একটি পুলিশের জিপে তোলা হয়। এরপর দিল্লি শহরের চারদিকে আমাদের ঘোরাতে থাকে পুলিশ। সেখান থেকে ছত্রশাল স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ৬০-৪৫ মিনিট সেখানে

রাখার পর ফের আমাদের আরেকটি পুলিশ জিপে তোলা হয়েছে। আমরা এখনও জানি না আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই হলো বর্তমান পরিস্থিতি।রাজধানীর সার্বিক পরিস্থিতির দিকে আঙুল তুলে ব্রিটাস তোপ দাগেন, গোটা দিল্লি এখন অবরুদ্ধ। দিল্লি পুলিশ রাজধানীকে কার্যত নিজেদের কবজায় নিয়ে নিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী সাধারণ মানুষের মৌলিক নাগরিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে।কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে সিপিআই(এম) সাংসদ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যদি মনে করেন যে তাঁরা জ্ঞানেশ কুমারকে রক্ষা করতে পারবেন, তবে তাঁদের স্পষ্ট সতর্ক করে দিচ্ছি-জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তাঁরাও ভুবনেন। ইতিহাসে কোনো ফ্যাসিবাদী শক্তির ভয় পেয়ে গায়ের জোর খাটিয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি।

সৌরভকেও আটক করলো পুলিশ, ইউটিউবার ধ্রুবও পুলিশের হাজতে



নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা তথা আহ্বায়ক অভিজি দীপকে-কে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁর বিমান নামতেই পুলিশ সেখানে পৌঁছে যায়। বিমানে ছিলেন সৌরভ দাস, আন্ততঃ্যে রাক্ষারাও মুহুই থেকে দিল্লিতে আসেন দীপকে-রা। সকাল ১০.১৯ মিনিট নাগাদ দিল্লি বিমানবন্দরে নামে তাঁদের বিমান। সেখান থেকেই তাঁদের আটক করা হয়।সূত্রের খবর, বিমানবন্দর থেকে তাঁদের সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। তিন জনকে তিনটি আলাদা জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীপকে-কে গুরুগ্রাম, সৌরভকে দিল্লি এবং রাক্ষাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দ্বারকায়। এর আগে যন্তর মন্তরের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে গুরুগ্রামের বাড়ি থেকে ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীকে আটক করে পুলিশ। তাঁকে দিল্লি না-যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি কথা শোনেননি বলে অভিযোগ। এ ছাড়াও ইন্টারনেটে জনপ্রিয় একাধিক মুখ, ককরোচদের একাধিক নেতাকে পুলিশ আটক করেছে।

নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে সরকার নীরব দর্শক থাকবে নাঃপ্রহ্লাদ জোশী

পাটনা, ১০ অক্টোবর : দিল্লিতে সিজেপি-র বিক্ষোভের ডাক, মেট্রো পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ এবং সাম্প্রতিক নির্বাচনী সাফল্য প্রসঙ্গে বিরোধীদের কড়া ভাষায় নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। শনিবার সকালে পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, সাধারণ মানুষের ক্ষতি কিংবা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের চেষ্টা হলে প্রশাসন কোনোভাবেই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক উপনির্বাচনের ফলাফল এমন নিতে না পেলেই বিরোধীরা মনে ‘রাজনৈতিক নাটক’ করছে বলে তোপ দাগেন তিনি।রাজধানীর সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, অসহনশৃঙ্খলা ভদ্দ করার চেষ্টা হলে, সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি করা হলে কিংবা সাধারণ



নাগরিকদের বিপদে ফেলার চেষ্টা চললে সরকার শুধুই নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না প্রয়োজনীয় কড়া পদক্ষেপ নিতেই হবে।দিল্লিতে মেট্রো পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণের কথা

উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতি মুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের কথা বলেছেন। দিল্লি পুলিশ পরিস্থিতি বুঝে সুরক্ষা মূলক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেবে, কারণ নাগরিকদের নিরাপত্তাও অত্যন্ত

সংবিধানের নামে মিথ্যাকার জনাদেশের চরম অপমানঃনিতিন নবীন



নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : সংবিধানের দোহাই দিয়ে দেশে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টার বিরুদ্ধে বিরোধী শিবিরকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। বিরোধীদের এমন আচরণকে ‘জনাদেশের অপমান’ বলে আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, দেশের শান্তি বিঘ্নিত করার যে কোনও চক্রান্তের মোক্ষম জবাব দেবে বিজেপি ও দেশবাসী।শনিবার রাজধানীতে এক বক্তব্যে নিতিন বলেন, মিথ্যাকে হাতিয়ার করে সংবিধানের নামে গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানানো আসলে মানুষের দেওয়া রায়কেই অপমান করার সমিল। দেশের কোটি কোটি মানুষ যাঁকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তিনিই এখন দেশকে সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে বারবার পরাজয় এবং সেই হতাশা থেকেই আপনারা দেশকে শান্তির পথে এগোতে দিতে চাইছেন না।বিরোধীদের কড়া বার্তা দিয়ে তিনি আরও বলেন, আমি আপনারদের স্পষ্ট সতর্ক করে দিচ্ছি-বিজেপি এবং এই দেশের দেশপ্রেমিক নাগরিকরা আপনারদের এই অপচেষ্টার যোগ্য ও কঠোর জবাব দেবে। নিতিন নবীন দূতার সঙ্গে জানান, উত্তেজনা ও অস্থিরতা তৈরির যে কোনও প্রচেষ্টা ভারত সরকার অত্যন্ত কঠোর হাতে দমন করবে। পাশাপাশি বিজেপির কর্মীরা সবসময় জনগণের মাঝে থেকে বিরোধীদের এই সমস্ত পরিকল্পনা বানাচাল করে দেবে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা পূনর্ব্যক্ত করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী যখন ১৪০ কোটি দেশবাসীর বিশ্বাসকে সম্বল করে এক ‘ নতুন ভারত’ গঠনে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তখন আমরাও দেশবাসীকে আশ্বস্ত করছি যে আমরা দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ। শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়েই দেশ এগিয়ে যাবে। জনগণ আমাদের ওপর যে ভরসা রেখেছেন, তার ভিত্তিতেই আমরা ‘ বিকশিত ভারত’ -এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করব। দেশীয় বা বিদেশি-যে কোনও অপশক্তিকেই আমরা শক্ত হাতে প্রতিহত করব।

দিল্লি পৌঁছেতেই আটক সিজেপি-র অভিজি, বাদানুবাদ ও নাটকীয় পরিস্থিতি

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : দিল্লি বিমানবন্দরে পা রাখতেই আটক করা হলো ‘ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজি দীপকে-কে। বিমান অবতরণ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সরাসরি বিমানের ভেতরে উঠে পাে দিল্লি পুলিশের একটি দল। ভেতরেই দীপকে ও পুলিশের মধ্যে শুরু হয় তীব্র বাদানুবাদ ও নাটকীয় পরিস্থিতি।ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানটি থামতেই দিল্লি পুলিশের অধিকারিকরা বিমানে ভেতরে প্রবেশ করেন। পুলিশকে সামনে দেখেই সোচ্চার হন অভিজি দীপকে। তিনি পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আমি এখানে গ্রেফতার হতেই এসেছি। আমাকে গ্রেফতার করুন। জবাবে দিল্লি পুলিশের অধিকারিকরা তাঁকে দ্বাা হওয়ার আবেদন জানিয়ে বলেন, না, এটা কোনও গ্রেফতারি নমা। দ্যা করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।এর পরেই তাঁকে বিমানবন্দর থেকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। দিল্লিতে সিজেপি-র ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আগেই অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। যে কোনও ধরনের অশান্তি ও বড় জমায়েত রূপেতে সকাল থেকেই রাজধানীর ৫৭টি মেট্রো স্টেশনের গেট বন্ধ রাখা এবং দিল্লিগামী একাধিক মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করে কা। নিরাপত্তার বলয় তৈরি করেছিল পুলিশ। এর মাঝেই সংগঠনের শীর্ষ নেতা রাজধানীতে পা রাখতেই তাঁকে সরাসরি বিমান থেকেই আটক করল পুলিশ।

জরুরি অবস্থার চেয়েও খারাপ, দেশে চলছে মোদীর একনায়কতন্ত্রঃঅরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর :দিল্লি বিমানবঃদরে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজি দীপকে-কে আটক করার ঘটনায় এবার কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। গোটা পরিস্থিতিকে ‘ জরুরি অবস্থার চেয়েও ভয়াবহ’ বলে কটাক্ষ করার পাশাপাশি দেশে ‘ একনায়কতন্ত্র চলছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তিনি।শনিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক কড়া বার্তায় কেজরিওয়াল লেখেন, এটা জরুরি অবস্থার চেয়েও খারাপ। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে স্পষ্ট হলো যে, আমরা মোদীর শাসনে চূড়ান্ত একনায়কতন্ত্রের মধ্যে বাস করছি।বিমানবন্দরে বিমান থেকে নেমেই সিজেপি নেতাকে পুলিশের আটক করার পদক্ষেপকে নিশানা করে তিনি বলেন, ভয়ান থেকে নামিয়ে এভাবে আটক করা আসলে সরকারের নিজস্ববিহীন ভয়েরই বহিঃপ্রকাশ।ভোট কার্যক্রমের অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রীকে কাঠগায় দাঁ। করিয়ে এপি সূত্রিমো আরও লেখেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ভালোভাবেই জানেন যে তিনি কেবল ‘ ভোট চুরি’ করেই নির্বাচনে জিতেছেন। আর এখন গণতন্ত্রকে পুরোপুরি পিয়ে ফেলে নিজের সেই প্রভাবশালকে রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তিনি।বার্তার শেষভাগে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং রাজনৈতিক লাইইয়ের সুর চািয়ে কেজরিওয়াল তোপ দাগেন, জ্ঞানেশকে তো পদত্যাগ করতেই হবে, কিন্তু একই সঙ্গে মোদীকেও যেতে হবে।উল্লেখ্য, শনিবার সকালে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান অবতরণ করতেই দিল্লি পুলিশ বিমানের ভেতর ঢুকে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজি দীপকে-কে আটক করে। সেই ঘটনার পরই রাজধানীর রাজনৈতিক উত্তাপের পারদ আরও চড়িয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন কেজরিওয়াল।

দিল্লির আন্দোলন জনস্বার্থবিরোধী, মন্তব্য শমীক ভট্টাচার্যের



কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ দিল্লিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান ও আন্দোলনকে খিরে কড়া আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। এই আন্দোলনকে ‘ জনস্বার্থের পরিপন্থী’ বলে দাগিয়ে দিয়ে অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীকে কলকাতায় ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।শনিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে। আমি বরাবরই বলে আসছি,

প্রত্যেকের স্বাধীন ও অবাধভাবে ভোটধিকার প্রয়োগ করার অধিকার থাকা উচিত।এরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লির সফর ও অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি তোপ দাগেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন দিল্লিতে রয়েছেন, কিন্তু তিনি কলকাতায় নেই কেন? এই ধরনের বিক্ষোভ-আন্দোলন করে মানুষের কোনও ভালো হবে না। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন দ্রুত কলকাতায় ফিরে আসেন।

রাশিফল

মেষঃ আপনি আপনার শখ পুরণে অথবা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন এমন জিনিসে আপনার অতিরিক্ত সময় ব্যয় করুন। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। শুভদিন হবে। বৃষঃআজকের দিনটি বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ভালো হবে। আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ থাকবে, যা আপনাকে আরও ভালো অনুভব করতে সাহায্য করবে। শুভদিন।

মিথুনঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সংবাদ পুরো পরিবারের জন্য খুশির মুহূর্ত আনবে। শুভদিন কর্কটঃ আজকের দিনটি কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত বিশেষ হতে চলেছে। আপনারা ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন, যার প্রভাব আপনারদের চারপাশের মানুষের উপর পড়বে। সিংহ : যদি আপনি যথেষ্ট বিশ্রাম না নেন তাহলে আপনার অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ এবং অতিরিক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হবে। আজ, আপনি অর্থের গুরুত্ব এবং অযথা এটি কীভাবে ব্যয় করা আপনার ভবিষ্যতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেবে তা বুঝতে পারবেন। শুভদিন হবে কন্যাঃআজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কিছু বিশেষ মুহূর্ত অপেক্ষা করছে। আজকের অনুপ্রেরণা ও নিষ্ঠার উপর মনোযোগ দিন এবং ধৈর্য বজায় রাখুন।

তুলাঃ আপনার ব্যাধি অসুখীর কাণহ হতে পারে। পরিবারে সুখ ফিরিয়ে আনতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা অতিক্রম করার চেষ্টা করুন। আপনার বাসস্থান সফ্রান্ত বিলম্বিযোগ লাভজনক হবে না।

বৃশ্চিকঃ আজ বৃশ্চিক রাশির জাতক -জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আজ আপনারা চারপাশের শক্তির প্রভাব অনুভব করবেন, যা আপনারদের ব্যক্তিত্বকে আরও গভীর ও একাধিক করে তুলবে। যে।

শনুঃ আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ স্টব করতে পারে কিন্তু এটার মাধ্যমে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার সামলে মানসিক উপর পড়বেন নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। এমন কোনও পদক্ষেপ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না যা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ব্যতীত আজ আর্থিক ক্ষতি করতে পারে। সংসারে শান্তি হবে।

মকরঃআজ মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ কিছুটা উত্তেজনাগূর্ণ থাকবে, যার কারণে আপনি স্তব্ধ বোধ করবেন না।

কুন্ডঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্থাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন।

মীনঃ কোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আশীর্বাদ করবেন এবং মানসিক শান্তি আনবেন। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য নিতে পারেন এবং তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। আপনার পরিবারের সদস্যদের প্রতি আপনার আধিপত্য বিস্তারকারী মনোভাব শুধুমাত্র অনর্থক যুক্তিতর্কের সৃষ্টি

আবহাওয়া পূজোর মুখে সুখবর, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগাতত বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। কোথাও কোথাও বৃষ্টি হলেও, তা হবে হালকা থেকে মাঝারি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১১ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ১৬ তারিখ পর্যন্ত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। এই সময়ে আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও শনিবারের পর থেকে বৃষ্টি কমে যাবে। তারপর থেকে পরবর্তী কয়েকদিন মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আবেক্ষিক অর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৫ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মিনিটে। ভাটা-বেলা ০১টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যওউদয় সকাল ৫ টা ২৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত হয়ে আজ ৫টা ২৫মিনিটে হতে পারে।

তর্পণ করতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে গেলেন দুই বন্ধু

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ : মহালয়ার পূণ্যতিথিতে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালিতে। হুগলি নদীতে স্নান করতে নেমে জলের স্রোতে তলিয়ে গেলেন দুই তরুণ। নির্খোজ ওই দুই বন্ধুর নানচয়ন সামন্ত ও সাওন হালদার। তাদের বয়স ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। নদীতে বোট নামিয়ে শুরু হয় তত্ত্বাশি অভিযান। নির্খোজ দুই তরুণের সন্ধানে জলে নামানো হয় ডুবুরিও। অন্যদিকে, এই খবর বাড়িতে পৌঁছতেই কায়ার ভেঙে পড়েন তাদের পরিবারের সদস্যরা। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মহালয়ার সকালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নদী ও জলাশয়ের ঘাটে পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে ভিড় জমান বহু মানুষ। নোদাখালি থানার অন্তর্গত রায়পুর নিত্যার মাঠ এলাকার হুগলি নদীর ঘাটেও সকাল থেকে তর্পণ চলাছিল। সেই উপলক্ষে ঘাটে বহু মানুষের সমাগম হয়েছিল। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। সেই ঘাটেই তর্পণ করতে গিয়েছিলেন বিশ্বপুত্রের বিবিরহাট এলাকার তিন বন্ধু। কিন্তু ধর্মীয় আচার পালন করতে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় বিপর্যয়। স্থানীয় সূত্র জানা গিয়েছে, তর্পণ করার জন্য তিন বন্ধু হুগলি নদীর জলে নামেন। সেই সময় নদীতে ভাটা চলছিল। আচমকাই জলের ঢানে মেয়ে সোতে শুরু করেন তাঁদের মধ্যে দুজন। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ঘাটে উপস্থিত লোকজন তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। জলে থাকা অন্যান্যও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। কিন্তু প্রবল স্রোতের কারণে দুই তরুণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। চোখের সামনেই নদীর জলে তলিয়ে যান চয়ন সামন্ত ও সাওন হালদার। নিমেষের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ঘাটে উপস্থিত মানুষের মধ্যে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নোদাখ লি থানা পুলিশ ও এনিফোর্সার্সের কর্মীরা। এরপর নদীতে বোট নামিয়ে নির্খোজ দুই তরুণের খোঁজে তত্ত্বাশি শুরু হয়। তাদের সন্ধানে ডুবুরিদেরও কাজ লাগানো হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, নদীতে ভাটার ঢান থাকায় জলের স্রোতে ভেসে দুইর চলে যেতে পারেন ওই দুই বন্ধু। তবে তাঁদের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। তাদের উদ্ধারের জন্য তত্ত্বাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

যারা এতদিন হুঙ্কার দিতো তারা এখন কান্না কাটি করছে, ৪ কার্তিক মহারাজ

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ : ভগবান সব সহ্য করতে পারেন, কিন্তু অহংকার কখনো সহ্য করেন না। অহংকারের কারণেই রেজিনগরের নির্বাচনের ফলাফলের পর তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবিরকে কাদতে হয়েছে। শনিবার মহালয়ার পূণ্য তিথিতে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায় এসে ঠিক এ ভাষাতেই রাজ্যের বিরোধী দল ও হুমায়ুন কবিরকে তীব্র আক্রমণ করেন ভারত সোভ্যাকম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ (কার্তিক মহারাজ)। এদিন মহালয়ার সকালে প্রথমে কাঁকসা থানার ঐতিহাসিক কঙ্কেশ্বরী দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে। যেখানে মা পূর্ণীর কাছে প্রণাম নিবদেন করে চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। পরর্তীতে একটি মঞ্চানুষ্ঠান থেকে এলাকার দুস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্রগুলো দেন। কার্তিকমহারাজকে স্বাগতম জানানতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও মহিলা ঢাকিদের আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মতো, যেখানে ভক্তদের উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের জয় এবং হিংসামুক্ত নির্বাচন নিয়ে মােধে দাঁড়িয়ে রাজ্য রাজনীতির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সুর চড়ান কার্তিক মহারাজ। তিনি বলেন, জ্রাজ্যের মুসলিম সমাজও নিজস্বের ভুল বুঝতে পেরেছে। তার প্রমাণ মিলেছে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনে, যেখানে বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ত্রবছর বালায় কোনো রক্তপাত ছড়াই শান্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, যা বাড়িতে ধন্যবাদের যোগ্য। এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং তার পরবর্তী ভোটে ৯৯ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। এবার কিন্তু ছবিটা আলাদা। ইতিমধ্যে বিতর্ক নিয়ে তিনি কোটাক করে বলেন, ব্যালটে ভোট হলেই ভালো, আর ইভিএমে ভোট হলেই সমালোচনা শুরু হয়! যাদের সমালোচনা করার স্বভাব, তারা করবেই। রাজ্যে সনাতনী শাসনের ইতিবাচক বার্তা দিয়ে তিনি জানান, সনাতনীয় রাজ আসার পরই মানুষ প্রকৃত নিরাপত্তা সুরক্ষা, সরকার ভ্রমি দিয়েছে এবং সীমান্ত সুরক্ষিত হয়েছে।

হাওড়ায়মহালয়ার ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! ভস্মীভূত তিনতলা বাড়ি ও চারটি দোকান, আহত এক

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ : হাওড়া মহালয়ার পূণ্যভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ায়।

শনিবার সকালে চ্যাটার্জিহাট এলাকার নতুন রাস্তা চত্বরে একটি তিনতলা বাড়িতে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির বিভিন্ন অংশে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় তিনতলা বাড়িটি এবং সংলগ্ন চারটি দোকান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ ধরে দমকলকর্মীরাে চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনার বাড়ির পাঁচ সদস্যকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর আহত হয়েছেন এক স্ট্রো। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কীভাবে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত, তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার মহালয়ার ভোরে আচমকই ওই তিনতলা বাড়িটিতে আগুন দেখতে পান বাসিন্দারা। প্রাথমিকভাবে আগুনের তীব্রতা কম থাকলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তা জ্বল ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বাড়ির নিচের তলায় একটি রানারের গোডাউন বা কারখানা ছিল বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, সেখান থেকেই আগুনের সূত্রপাত। রানারজাতীয় সামগ্রী মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে করে। পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠতে থাকায় অতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। আগুনের তীব্রতা এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরে আরও একটি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। এরপর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন দমকলকর্মীরা। অন্যদিকে, দমকল পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় কয়েকজন যুবক আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। আগুন যাতে আশপাশের এলাকায় আরও ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্যও তৎপর হন তারা। প্রায় দু’খণ্ড ধরে চলে আগুন নেভানোর কাজ। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকলকর্মীরা। পরে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির পাঁচ সদস্যকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও আহত হয়েছেন শেষ নাভির হোসেন নামে এক স্ট্রো। তাঁকে অগ্নিক্ষণ্ড ও আহত অবস্থায় উদ্ধার



আগুন জ্বলতে দেখেন তারা। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ায় এলাকার আতঙ্ক তৈরি হয়। বাড়ির বাসিন্দারা অঙ্গের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন বলেও জানান তিনি। সময়মতো উদ্ধারকাজ শুরু না হলে আরও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। দমকল সূত্রে খবর, বাড়ির নিচের তলায় থাকা রানারের কারখানা থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আরও জানা গিয়েছে, ওই কারখানায় পর্বাণ্ড অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে অগ্নি নিরাপত্তার বিধি মানা হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারখানার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে দমকল বিভাগ। বর্তমানে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও গোটা ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য বজায় রয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকার অভিযোগ কতটা সত্য এবং এই দুর্ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেছেন সংশ্লিষ্ট অধিকারিকরা। মহালয়ার সকালে এমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফের একবার জনসম্ভিতপূর্ণ এলাকায় অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে বাড়ির নিচের তলায় রানারের মতো দাঘ সামগ্রী মজুত করে কারখানা চালানোর ক্ষেত্রে যথাযথ নিরাপত্তাবিধি মানা হয়েছিল কি না, তদন্তে সেই বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে পারে।

পুজোয় বাইকের সঙ্গে সাইকেলেও পুলিশি নজরদারি

দূরস্বভাবতা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজের দামামা বেজে গিয়েছে। মহালয়া পেরিয়ে শুরু হয়েছে দেবীপঞ্চ। আর উৎসবের এই আবহে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও অটিসটি করতে তৎপর পুলিশ প্রদর্শন। পুজোয় দিনগুলিকে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, দর্শনাধীনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং চুরি, ছিনতাই ও পকেটমারির মতো অপরাধ ঠেকাতে এবার বাইকের পাশাপাশি সাইকেলেও নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বার্কইপূর পুলিশ জেলা। পুলিশের পূরক ও মহিলা কর্মীদের নিয়ে তৈরি বিশেষ দল সাইকেল ও বাইকে বিভিন্ন এলাকায় চহল দেবে। পাশাপাশি পুজো মণ্ডপ এবং প্রতিমা তৈরির জায়গায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বার্কইপূর পুলিশ জেলা সূত্রে খবর, এই পুলিশ জেলার অধীনে দেড় হাজারের ও বেশি দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। বার্কইপূর, সোনারপুর, নরেশ্বরপুর, ক্যাথি, কুলতলি ও জয়নগরের মতো এলাকায় একাধিক বড় ও জনপ্রিয় পুজো রয়েছে। পুজোর দিন গুলিতে এই সমস্ত এলাকায় দর্শনাধীদের ভিড় সামালানো এবং নিরাপত্তা বজায় রাখা পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার বাইক চহলের পাশাপাশি সাইকেলে করে নজরদারির উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া গেল। পুলিশের পূরক ও মহিলা কর্মীদের নিয়ে গঠিত দল বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে। পুজোর প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সক্ষমতি বার্কইপূর পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানার উদ্যোগে পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে তৈরক করা হয়েছে। সেই বৈঠকে পুজো মণ্ডপের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত পুজো কমিটিগুলিকে মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি রাতপাহারার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সরকারি অনুদান না পাওয়া পুজো কমিটিগুলিকেও মণ্ডপের নিরাপত্তার স্বার্থে রাতপাহারার ব্যবস্থা করতে বলা

দক্ষিণ বারাসতের শাস্ত্রী বাড়ির দুর্গাপুজোয় আজও বেঁচে রয়েছে জমিদারি আমলের লোককথা

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ বারাসত, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ : আজকের মতো জনসংখ্যা ছিল না দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা। চারদিকে ঘন জঙ্গল, জনসমতি ছিল হাতে গোনা। ৪৩২ বছরের দুর্গাপুজোর ইতিহাসও ছিল না বললেই চলে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতের অনাত্যন ভরসা ছিল নদীসপথ। লোকমুখে প্রচলিত, বার্কইপূর থেকে জয়নগর হয়ে দক্ষিণ বিশ্বপুত্রের মহাশ্মশান পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল আদি গঙ্গার একটি ধারা। সেই জলপথে নৌকা নিয়ে যাতায়াত করতেন ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে জমিদাররাও। জঙ্গলখেরা এই জনপদেই একদিন নিজের সাধনভূমি গড়ে তুলেছিলেন তত্ত্বাধক রামচরণ ভট্টাচার্য। তার তত্ত্বাধনা, অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে প্রচলিত নানা কাহিনী আজও ঘুরে বেড়ায় লোকমুখে। আর সেই রামচরণ ভট্টাচার্যের ফিরেই জড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণ বারাসতের শাস্ত্রী বাড়ির পুজোর দুর্গাপুজোর ইতিহাস। পরিবারের দাবি, ১৫৯৩ সালে রামচরণ ভট্টাচার্যের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল এই দুর্গাপুজো। সেই সময় বাড়িটির পরিচিতি ছিল ভট্টাচার্য বাড়ি নামে।

পরবর্তী সময়ে পরিবারের এক কৃতী সদস্যের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও সম্মানের কারণে বদলে যায় বাড়ির নাম। ভট্টাচার্য বাড়ি পরিচিত হয়ে ওঠে শাস্ত্রী বাড়ি হিসেবে। তবে নারের পরিবর্তনও বদলায়নি দেবী দুর্গার আরাধনার ঐতিহ্য। কয়েক শতাব্দী পরেও এই পুজোয় ইতিহাসের কেন্দ্রে আজও রয়েছেন সেই তত্ত্বাধক রামচরণ ভট্টাচার্য। শাস্ত্রী বাড়ির দুর্গাপুজোর ইতিহাসকে সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি স্বর্ণমুদ্রার কাহিনি। লিখিত ইতিহাসের তুলনায় লোককথা ও পারিবারিক স্মৃতিতে বেশি জায়গা করে নিয়েছে এই ঘটনা। পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের মুখে মুখে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেঁচে রয়েছে সেই গল্প। কথিত আছে, কয়েকশত বছর আগের এক জমিদার বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে রাজার কাছে খাজনা দিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দক্ষিণ বারাসতে চারপাশে ছিল ঘন জঙ্গল। জঙ্গলযেরা পথ ধিয়ে যাওয়ার সময় ডাকাতিদের কবলে পড়েন ওই জমিদার। তাঁর সঙ্গে থাকা সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা লুণ্ঠ্য ও সম্মানের কারণে মধ্যে মধ্যে কাষত দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। কারণ, ওই স্বর্ণমুদ্রা দিয়েই রাজাকে খাজনা দেওয়ার কথা ছিল তার। খাজনা দিতে না পারলে জমিদারি হারানোর আশঙ্কাও ছিল। উপায়ের দায়ে না দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি আশ্রয় নেন তৎকালীন খাতনামা তত্ত্বাধক রামচরণ ভট্টাচার্যের কাছে। জমিদার তাঁর বিপদের কথা খুলে বলেন। লোককথা অনুযায়ী, রামচরণ ভট্টাচার্য তত্ত্বাধানার মাধ্যমে স্বর্ণমুদ্রা লুণ্ঠের ঘটনার রহস্য জানতে পেরেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এরপর তিনি জমিদারকে একটি নির্দিষ্ট গাছের কথা জানান এবং বলেন, লুট হয়ে যাওয়া স্বর্ণমুদ্রা ওই গাছের তলায় রয়েছে। রামচরণের কথায় ভরসা করে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁচন জমিদার। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। কথিত আছে, সেখান থেকেই উদ্ধার হয় হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণমুদ্রা। নিজের সম্পদ আরও বেড়ে যায়। লোকমুখে প্রচলিত, কৃতজ্ঞ জমিদার তাঁর জমিদারির একটি অংশ থেকে বেশ কিছু জমি রামচরণ ভট্টাচার্যকে দান করেন। এই জমিদারই নিজের বসতভিটে ও সাধনভূমি গড়ে তোলেন রামচরণ। ধীরে ধীরে জঙ্গল পরিষ্কার করে গড়ে উঠতে থাকে জনসমষ্টি। তৈরি হয় বাড়ি। আর সেই বাড়িতেই শুরু হয় দেবী দুর্গার আরাধনা। স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধারের এই কাহিনির ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করার মতো লিখিত নথি পরিবারের হাতে নেই বলেই জানা যায়। তবে পারিবারিক স্মৃতি ও স্থানীয় লোককস্যয় ঘটনাটি আজও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। শাস্ত্রী বাড়ির দুর্গাপুজোর ইতিহাসে এই কাহিনি তাই কেবল রচনার গল্প নয়, বরং পরিবারের অতীতকে খিয়ে থাকা এক স্মৃতিচিহ্ন। পরিবারের দাবি, ১৫৯৩ সালে রামচরণ ভট্টাচার্য নিজের হাতে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করে পুজোর সূচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন তত্ত্বাধক। ফলে তাঁর মস্ত কবর পুজোর আার-অনুষ্ঠানেও তত্ত্বমতেই প্রভাব ছিল যথেষ্ট। পুজো মন্ত্র, নিয়মকানুন ও বিভিন্ন আচারবিধির মধ্যে সেই চাঁদনি পশ্চম্পরায় ছাপ আজও রয়েছে বলে পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য। পরিবারের দাবি, রামচরণ ভট্টাচার্য



পুজোর নিয়মকানুন ও মন্ত্রসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পুথিতে লিখে রেখে গিয়েছিলেন। সেই পুথিতে উল্লেখিত রীতিনীতি অনুসরণ করেই পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যরা পুজো পরিচালনা করে আসছেন। পুজোর সময় পুজো কমিটিগুলিকেও মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা বসানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে দুর্গাপুজোয় নিরাপত্তার কোনও খামতি রাখতে চাইছে না পুলিশ প্রশানা। বাইক ও সাইকেলে টহল, মহিলা পুলিশকর্মীদের নিয়ে বিশেষ নজরদারি দল, সিসি ক্যামেরা, রাতপাহারা এবং পদক্ষেপের মাধ্যমে উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চাইছে বার্কইপূর পুলিশ জেলা।

বলির প্রাচীন রীতি। স্বব বনেদি বাড়ির পুজোয় সময়ের সঙ্গে বলির প্রথা বন্ধ হয়ে গেলোও এই বাড়িতে এখনও সেই পরম্পরা বজায় রয়েছে বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। পরিবারের সঙ্গে নীলমণি ভট্টাচার্য জানান, পুজোর নিয়মে মোট পাঁচটি পাঠা বলি দেওয়া হয়। তবে বলির পাঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও রয়েছে নির্দিষ্ট বিধি। পাঠাটিকে সম্পূর্ণ কালো হতে হয়। শরীরে অন্য কোনও রঙের ছিটে থাকলে তা গ্রহণ করেই না। পাঠা বলির পাশাপাশি কুমড়াও আখ বলির রীতিও প্রচলিত রয়েছে। তত্ত্বমতে শুরু হওয়া পুজোর প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবেই এই রীতিগুলি পালন করা হয় এবং পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য। একসময় এই পুজোর আতিথ্য শুধুমাত্র প্রচান ছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সেই রীতিতে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে শুভমী, অষ্টমী ও নবমীতে নিরাবিধ ভোগ নিবদেন করা হয় দেবীকে। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় বহু মানুষও সেই ভোগ গ্রহণ করেন। প্রাচীন আচার ও বর্তমান সময়ের রীতির এই মেলবন্ধন শাস্ত্রী বাড়ির পুজোয় এক বিশেষ মাথা যোগ করেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের পঞ্চদশ বদলে যায় বাড়ির পরিচর রামচরণ ভট্টাচার্যের হাত ধরে শুরু হওয়া পুজো পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে এগিয়ে চলে। সময়ের সঙ্গে পরিবারের পরিচিতিতেও আসে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের দিকম্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল পরিবারের কৃতী সদস্য আশুতোষ ভট্টাচার্যের। আশুতোষ ভট্টাচার্য কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রচর্চায় তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁকে বিশেষ সম্মান এনে দেয়। তিনি ‘শাস্ত্রী’ এবং পরবর্তী সময়ে ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধিতে সম্মানিত হন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ১৯২৪ সালের ৩ জুন তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। তার এই পাণ্ডিত্য ও সম্মানের সূচক ঘরেই ভট্টাচার্য বাড়ি ঘরে ধারণে শাস্ত্রী বাড়ি নামে পরিচিত পেতে শুরু করে। একসঙ্গে পরিবারের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোও পরিচিত হয়ে ওঠে শাস্ত্রী বাড়ির দুর্গাপুজো হিসেবে। ১৯৩০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মৃত্যু হয় আশুতোষ ভট্টাচার্যের। মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা পুজোর দায়িত্ব নেন। পরবর্তী সময়ে ছেলে পশুপতি ভট্টাচার্যের বংশধররা পুজোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পশুপতি পাট ছেঁদের মধ্যে বর্তমানে চারজন প্রয়াত। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা পরিবারের এই ঐতিহ্যবাহী পুজোর বিভিন্ন কাজে যুক্ত রয়েছেন। পরিবারের প্রবীণ সদস্য নীলমণি ভট্টাচার্য একসময় পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কভায়েই এক প্রজন্মের হাত থেকে অন্য প্রজন্মের হাতে পেয়ে গিয়েছে পুজোর দায়িত্ব। বদলেছে সময়, বদলেছে পারিবারিক পরিচিতি, কিন্তু দেবী দুর্গার আরাধনায় ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে পরিবার। পুজো এনেই এক ছাদের তলায় পাট পরিবার সময় বদলেছে। পরিবারের সদস্যদেরও ছড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। কেউ থাকেন কলকাতায়, কেউ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায়। আবার কেউ কর্মসূদে রাজ্যের বাইরে কিংবা দেশের বাইরেও রয়েছেন। নৈনদিন জীবনের ব্যস্ততায় সব সময় একসঙ্গে থাকা সম্ভব হয় না তাঁদের কিন্তু দুর্গাপুজোে এলেই যেন সেই দূরত্ব আশুতোষ। পরিবারের সদস্যরা ফিরে আসেন পুরনো বাড়িতে। কয়েকশো বছরের ঐতিহ্যবাহী বাড়ির উঠানে আবার জন্মে ওঠে মিলনমেলা। পুজোর প্রস্তুতি, আচার-অনুষ্ঠান, ভোগ নিবদেন ও পরিবারের ছোট-বড় সদস্যদের উপস্থিতিতে পাট পরিবার পাট ফিরে পায় উৎসবের স্নো রূপ। টাকের শব্দ, শৃঙ্খলা, ধূপের গন্ধ আর মন্ত্রোচ্চারণে মুখর হয়ে ওঠে বাড়ির অন্দরমহল।

সমুদ্রপথে নজরদারি বাড়াতে জলে নামল তৃতীয় অফশোর পেট্রল ভেসেল ‘শ্রেয়স’

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ অক্টোবর, বিশ্বজুড়ে ক্রমশ বাড়ছে সামুদ্রিক সংঘাত ও নিরাপত্তার ঝুঁকি।গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ, বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল, সামুদ্রিক পরিকাঠামো এবং প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিকে ঘিরে সংঘাত উদ্বেগ। পশ্চিম এশিয়ার বঙ্গোত এবং লোহিত সাগরে দীর্ঘদিন ধরে চলা অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে সামুদ্রিক নিরাপত্তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের বিস্তীর্ণ উপকূলরোখা, একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সমুদ্রনির্ভর বাণিজ্য ও জ্বালান ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ভারত। সেই লক্ষ্যেই ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত তৃতীয় অফশোর পেট্রোল ভেসেল ‘শ্রেয়স’ জলে নামিয়ে নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পথে এগোল ভারত। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য তৃতীয় অফশোর পেট্রল ভেসেলে জলে নামিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই)। শনিবার সংস্কার ডকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানিকভাবে জলে নামানো হয় ‘শ্রেয়স’কে। জাহাজটির নির্মাণকাজ ইতিমধ্যেই প্রায় ৬৮ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর ভাইস চিফ ভাইস অ্যাডমিরাল অজয় কোছার। প্রায় ৪৫ দিন অন্তর একটি করে জাহাজ জলে নামানোর ধারাবাহিক পদক্ষেপের জন্য জিআরএসই-র কর্মীদের অভিনন্দন জানান তিনি। তার মতে, এই সাফল্য শুধু একটি জাহাজ নির্মাণের অগ্রগতি নয়, বরং দেশের সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো এবং দেশীয় যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ শিল্পের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতারও প্রতিক্ষলন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভাইস অ্যাডমিরাল অজয় কোছার বলেন, জিআরএসই-র কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং ২৪ ঘণ্টা কাজ করার মানসিকতার ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ ব্যবস্থার গতি, কাপ্তি ও দক্ষতা যেন ক্রমশ বাড়ছে, এই উদ্যোগ তারও প্রমাণ। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সশস্ত্র দীর্ঘ সময় ধরে নজরদারি চালানো এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নৌবাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

বাড়গ্রাম আর্ট অ্যাকাডেমির শিশুদের কল্‌নায় অন্য রূপে দুর্গা



দূরস্বভাবতা, স্বদ্বীল মজুমদার, বাড়গ্রাম, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ : দুর্গাকে কল্পনার রঙে সাজিয়ে তোলা। তবে চেনা ছকের বাইরে গিয়ে। কোথাও উপকরণের বিলিয়ে, কোথাও রঙের ব্যবহারে, আবার কোথাও সাজানোর অভিনবত্বে ধরা পড়ে শিশুদের নিজস্ব ভাবনা। বাড়গ্রাম আর্ট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দুর্গাপুজোর ছুটির আগে এমনই এক সৃজনশীল আয়োজন। মে মাসে শুরু হওয়া শিশু উৎসবের সমাপ্তি পর্বে দুর্গার শৈল্পিক রূপায়ণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে অ্যাকাডেমি। অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ সঞ্জীব মিত্র জানান, এই আয়োজনের মূল ভাবনা শিশুদের কল্পনাজড়িকে মুক্ত পরিসর দেওয়া। সেই কারণে প্রচলিত প্রতিমার আদার অনুসরণ করার বদলে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয় নিজের মতো করে দুর্গাকে ভাবতে। অ্যাকাডেমির তরফে প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হয় শিশুদের। তার পর সেই উপকরণ নিয়ে শুরু হয় তাদের নিজস্ব শিল্পচর্চা। কারও কল্পনায় দুর্গার রূপ ধরা দেয় এক ভাবে, কারও ভাবনায় অন্য রকম। কোথাও রঙের বোঁচর, কোথাও সাজানোর রহন;সব মিলিয়ে প্রতিটি কাজেই ফুটে ওঠে স্বতন্ত্র ভাবনা। এই উদ্যোগের বিশেষত্ব, এখানে শিল্পের কোনও বাঁধধরা ব্যাকরণ শিশুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না। দুর্গার পরিচয় রূপকে বহুধ অনুসরণ করার বদলে নিজেরে কল্পনায় দেবীকে সাজিয়ে তোলার সুযোগ পায় তারা। সেই ভাবনারই প্রকাশ ঘটে নান্দনিক টেবিল টপ ডিসপেই-তে। ছোট পরিসরে ভগ্না পকরণ সাজিয়ে তৈরি এই শিল্পকর্মগুলি নিছক পুজোর আয়োজন নয়, শিশুদের সৃজনশীলতারও পরিচয়বাহী শিল্পচর্চার সঙ্গে উৎসবের আনন্দকে মিলিয়ে দেয়োই বাড়গ্রাম আর্ট অ্যাকাডেমির এই উদ্যোগের লক্ষ্য। দুর্গাপুজোর আগে শিশুদের কাছে দেবীকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করার সুযোগ তৈরি করে দেয় এই আয়োজন। একই সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে শিল্প। প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে কল্পনার জগতে দুর্গাকে সাজিয়ে তোলার এই প্রয়াসে উৎসবের পরিচিত আবহেরে সঙ্গে মিশে যায় শিশুদের সৃষ্টির আনন্দ।

কালনা হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ বিজেপির যুব মোর্চার

দূরস্বভাবতা, রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে ‘সেবা স্করফ অভিয়ান’। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মহালয়ার পূণ্যলগ্নে কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করল বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল যুব মোর্চা। শনিবার মহালয়ার দিন সংগঠনের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি সেবামূলক কাজের বার্তাও দেওয়া হয়। ৩ নম্বর মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি সমীর দাস জানান, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে সামনে রেখে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এদিন কালনা মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবামূলক কাজের মাধ্যমে এই অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য।



দূরস্বভাবতা, রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে ‘সেবা স্করফ অভিয়ান’। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মহালয়ার পূণ্যলগ্নে কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করল বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল যুব মোর্চা। শনিবার মহালয়ার দিন সংগঠনের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি সেবামূলক কাজের বার্তাও দেওয়া হয়। ৩ নম্বর মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি সমীর দাস জানান, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে সামনে রেখে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এদিন কালনা মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবামূলক কাজের মাধ্যমে এই অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

ধুনুচি,প্রদীপ তৈরিতে দিনরাত মৃশশিল্পীদের ব্যস্ততা মেদিনীপুরে



দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ : দুর্গাপুজা মানেই ঢাকের তালে ধুনুচি নৃত্য। বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই নৃত্য পুজোমণ্ডপগুলিতে আগের তুলনায় কিছুটা কম দেখা গেলেও দুর্গাপুজোর সঙ্গে ধুনুচির যোগ আজও অটুট। ধুনুচিতে নারকলের ছোঁড়া ও ধূনা জ্বালিয়ে ঢাকের তালে বিভিন্ন কদাদয় নারের সেই দৃশ্য এখনও বাংলার পুজোর অন্যতম পরিচিত ছবি। আর দুর্গাপুজো আসন্ন। তাই ধুনুচি থেকে প্রদীপ; পুজোর নানা মাটির সামগ্রী তৈরিতে এখন ব্যস্ত মৃশশিল্পীরা। মেদিনীপুরে পুজোর ২১ নম্বর ওয়ার্ডের মির্জাবাজারের কুমোরাপাড়ায় এখন এক মূহুর্তও ফুরাসত নেই শিল্পীদের। ধুনুচি, মাটির প্রদীপ, সরা, জাকশ্রদীপ, জাক হাড়ি, দ্বারঘট, সত্য প্রদীপ-সহ পুজোর নানা সামগ্রী তৈরিতে দিনরাত এক করে কাজ করছেন তারা। বিভিন্ন দোকান ও পুজো কমিটির কাছ থেকে বরাত যেনম আসছে, তেমনই খুচরো বিক্রিও চলছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত অর্ডার পৌঁছে দিতে পরিবারের পূরক, মহিলা থেকে ছোটরাও কাজে হাত লাগিয়েছেন। কুমোরাপাড়ার বাড়ির উঠোন, রাস্তার ধারে কিংবা ছাদ-সর্বত্র সারি দিয়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছে ধুনুচি, প্রদীপ-সহ নানা মাটির সামগ্রী। রোদে শুকানো, রোদ থেকে ঘরে তুলে নেওয়া, ভাটিতে পোড়ানো;সব কাজই হাতেই একসঙ্গে। তাইই মধ্যে ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অর্ডার নিয়ে কথাবার্তাও চলছে। তবে এ বছর আবহাওয়ার খামখেয়ালিগনায় কাজ কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন শিল্পীরা। যুগির কারণে কিংবা পর্যাপ্ত রোদ না ওঠায় মাটির সামগ্রী টিকমোটা শুকোতে দেওয়া যায়নি। আবার মাটির জিনিস পোড়ানোর জন্য কাঠের জোগান নিয়েও সমস্যা হয়েছে। বেশিরভাগ কাঠ ভেজা থাকায় ভাটিতে পোড়ানোর কাজ ব্যাহত হয়েছে। এখন রোদ ওঠায় সেই ঘাটতি পুষিয়ে নিতে জোরকদমে কাজ চলছে। কুমোরেের চাকায় মাটি ফেলে আঙুলের কারসাজিতে একের পর এক সামগ্রী তৈরি করছেন শিল্পীরা। ধুনুচি তৈরির কাজও বেশ কয়েকটি মাপে হয়। প্রথমে তৈরি হয় ধুনুচির উপরের গোল অংশ, আলাদাভাবে তৈরি করা হয় নিচের স্ট্যান্ড এবং হাতল। পরে তিনটি অংশ জুড়ে তৈরি হয় সম্পূর্ণ ধুনুচি। একসময় হাতে থোরানো কুমোরেের চাকাই ছিল ভরসা। এখন অধিকাংশ শিল্পী বৈদ্যুতিক চাকা ব্যবহার করছেন। এতে সময় অনেকটাই কম লাগে বলে জানিয়েছেন তারা। তবে মাটির সামগ্রী তৈরির খরচ বেড়ে যাওয়ায় শিল্পীরা। মির্জাবাজারের চাকার ঘুরছে না মাটি, ভাটিতে পুড়ছে মাটির সামগ্রী, উঠোনে সারি দিয়ে শুকোচ্ছে ধুনুচি-প্রদীপ। আর সেই মাটির ধুনুচি কয়েকদিন পর ধূনের খোঁয়া আর ঢাকের তালে ফিরিয়ে আনবে বাংলার পুজোর চেমা আবহ।

বৃক্ষরোপণে পুজোর সূচনা বি গার্ডেন আইএইচই আবাসনে

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ : মহালয়ার সকালে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর সূচনা করল বি গার্ডেন আইএইচই আবাসন পুজো কমিটি। শনিবার আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ইতিহাসে বোটালিকা গার্ডেনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন আবাসনের প্রবীণ বাসিন্দারা। পুজো কমিটির সহ-সম্পাদক দীপ ভট্টাচার্য জানান, পরিবেশের অবক্ষার রূপতে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমিটির হিসাব পরীক্ষক প্রস্ননজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রয়াত আবাসিকদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই মহালয়ার দিন গাছ লাগানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এদিন আবাসনের পুজো বাবর্শি ‘কাশফুল’-বরও আত্মশৌনিক উদ্বোধন হয়। লিখিত ব্যক্তিদের পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তা সঞ্চালিত রবিবার থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে পাওয়া যায়।



দূরস্বভাবতা, রাজ কুমার ঘোষ, কালনা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩১১ সংখ্যা, রবিবার , ২৩ আশ্বিন, ১৪৩৩

হরপ্পা সভ্যতায় নারী

হরপ্পা সভ্যতার সেই নারী। কোয়েটা বর্তমানে পাকিস্তানের ৫ম বৃহত্তম শহর। কোয়েটার সবচেয়ে পুরাতন অধিবাসী হচ্ছে কাসি উপজাতির মানুষেরা। কোয়েটার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন যে ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল গজনির সুলতান মাহমুদ কোয়েটা আক্রমণ করে জয় করেছিল। কোয়েটা নামটা এসেছে কোয়াটকোট থেকে। কোয়াট পশতু শব্দ, এর অর্থ ক্ষুদ্রগুম্ব্ব। বর্তমানে বেলুচিস্তান প্রদেশের আধুনিক শহর কোয়েটা বা কোয়েজা। রাজধানী শহর, জেলা এবং বিভাগ। শহরটি স্থানীয়ভাবে শাল বা শালকোট বা ব্রিটিশ ভারতে শিয়ালকোট নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭৬ সালে এই শহর ব্রিটিশরা দখল করেছিল। তারা এখানে শক্তিশালী সেনানিবাস তৈরি করে। সেই ভাবেই শহরটি গড়ে উঠেছে। ১৮৯৬-এ পোরসভা, আর্মি কমান্ড অফিস এবং ১৯০৭ সালে স্টাফ কলেজ খোলা হয়। ১৯৩৫-এর বিশাল ভূমিকম্পে শহরটি আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ২০,০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। কোয়েটা পশ্চিম আফগানিস্তান, পূর্ব ইরান এবং মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ডের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপণন ও যোগাযোগ কেন্দ্র। তুলো কল, সালফার শোধনাগার, কোক ব্রিকেটিং প্ল্যান্ট, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ফল ক্যানারি নিয়ে ব্যস্ততম শিল্প শহর। কোয়েটা শহরের গর্ব এখানে একটি জিওফিজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ভূতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিষ্ঠান এবং বিখ্যাত স্যান্ডেমান লাইব্রেরি আছে। স্যান্ডেমান লাইব্রেরি। ১৯৭২ সালে স্যান্ডেমান লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করে বেলুচিস্তান পাবলিক লাইব্রেরি রাখা হয়েছে। ১৯৮২ সালে পাকিস্তানের পাবলিক লাইব্রেরিগুলো আপগ্রেডে করার জন্য একটি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয়। দলটি স্যান্ড্যান পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করে, প্রাদেশিক লাইব্রেরি হিসাবে ঘোষণা করার সুপারিশ করে। সেই অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে লাইব্রেরিটি বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক গ্রন্থাগার হিসাবে ঘোষিত হয়। এছাড়া কোয়েটা শহরে পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অধিভুক্ত দুটি সরকারি কলেজ আছে। ১৯৭০ সালে কোয়েটায় বেলুচিস্তান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফগান সীমান্তের কাছে কোয়েটা বিভাগে রয়েছে বিখ্যাত খোজাক গিরিপথ, যেখানে শক্ত পাথর ভেদ করে তৈরি হয়েছে। ৪ কিলোমিটার লম্বা শোলাবাগ রেলওয়ে টানেল। এখানকার প্রধান নদীর নাম পিশিন লোরা। প্রচুর অঙ্গুর, পাঁচ, বরই, এপ্রিকট, আপেল, বাদাম, নাপশাতি, ডালিম চাষ হয়। প্রচুর জুনিপার এবং পেস্তার বাগান আছে। গম, বার্লি, এবং ভুট্টা প্রধান ফসল। গাছপালা, নব্য পশুপক্ষীর বৈচিত্র্য নিয়ে পাকিস্তানের ফলের বাগান হিসেবে কোয়েটা পরিচিত। ঘোড়ার প্রজনন কেন্দ্র আছে। ফেস্টক, রাগ, রেশমের সূচিকর্মের জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও এখানকার প্রসিদ্ধ হস্তশিল্প তামার বাসনপত্র। আশ্চর্য হওয়ার মতো খবর - পাকিস্তানের সবচেয়ে জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যময় শহর এই কোয়েটা। এই শহরে বালুচ, হাজার, ব্রাহ্মি, পাঞ্জাবি এবং মুহাজিরদের সঙ্গে অসংখ্য পশতুন বাস করে।

রসিক শিল্পী

শরতের এক সকালে জর্জদা গাইছেন ‘হৃদয়ে ছিলে জগেগে’ গানটা। শুনে শুনে শোখার চোঁকা করছি। স্থায়ীতা গাওয়া সবে শেষ করেছেন, খোলা একটা জানালার পাশে পাঁচিলের গায়ে রোগা কুল গাছটার ডালে বসে একটা কাক হঠাৎ কা-কা করে উঠলো। জর্জদা হারমোনিয়াম থামিয়ে কাকটার দিকে চেয়ে বসলেন, ভূষতি দ্যাছেন। খত কাটা আইস্যা আমার এই হানে চোঁচায়, আর কোকিলগুলো সব রাসবিহারীর মোড় দিয়া উইছ্যা যায়। এর লাইগ্যা সারাজীন আমার বিয়াই হইলো না। জর্জদার রসিকতা নিয়েই শুধু একটা বই লেখা যায়। শিল্পীদের ভিও এটি রসিকতা কম ছিল? বিমান মুন্সেপাখ্যায় তখন এটো এম ভি এই উপমন্ত্র মন্ডলোর সদস্য বা ওই ধরণের কিছু। জর্জদার ছাত্র স্বপন গুপ্ত অভিশন দিয়ে এসেছেন এটো এম ভি-তে রেকর্ড করার জন্য। জর্জদা একদিন বিমানদাকে জিজ্ঞেস করলেন,কেমন করছে স্বপন, শুনলেন কিছু রবিমানদা বললেন, গায় তো খুবই ভালো, কিন্তু হব্বক আপনার মতো এটো এম ভি এই উপমন্ত্র মন্ডলোর ছাত্র কি আপনার মতো গাইবো? মনে পড়ে একদিন, যাকে বলে ওভার স্মার্ট এক যুবক হঠাৎ ঘরে ঢুকেই বললো, জর্জদা, যেমন করেরি হোক আমাকে তৈরী করে দিতেই হবে, যাতে আমি অবিকল আপনার মতো গাইতে পারি। জর্জদা খুব শান্তস্বরে বললেন, উত্তেজিত ক্যান? বসেন। মন দিয়া শোনেন। আমার এইহানে ঢোকার আগে ডানদিকে যে ওষুধের দোকান আছে, দ্যাখছেন? ওই দোকানে যান, গিয়া কইবেন, ‘দুই ফাইল হাঁপানীর ওষুধ দ্যান’। ওই ওষুধ শেষ কইরা তারপর আমার কাছে আসবেন। আমার মতো হাঁপানী না জুটাইলে তো আমার মতো গাইতে পারবেন না। কেউ একবার জানতে চেয়েছিলেন জর্জদার কাছে,আপনি বাঙ্গাল ভাষায় কথা বলেন, তাহলে গান গাওয়ার সময় তা’ করেন না কেন? জর্জদা তার উত্তরে বলেছিলেন, আমার জন্ম হইল গিয়া ওপার বাংলায়, আমার ভাষা বাঙ্গাল, তো আমি সেই ভাষা ক’মু, না ফরাসী ভাষা ক’মু? তাছাড়া ভালো লাগবে আপনার, যদি ওই ভাষায় রবীবাবুর গান গাই? শোনেন না। বলে তা’কে শুনিye দিয়েছিলেন, এতদিন যে বস্বে সিমান পথ চিনেো আর কালি গুনেো। বলা বাক্য্য হইল যেসে রাখতে পারেন নি প্রশ্নকর্তা। নিজেই একদিন বললেন, বিকালে যতো বুড়াওলা আসে আমার কাছে তাস খেলতে। বকরবকর করে। একেকদিন মাংসের কিমা বানাইয়া তেনোগো মুখ বন্ধ কইরা দেই। আপনি আমার কাছে সকালের দিকটায় আসেন। সাধারণত সকলকেই আপনি বলতেন জর্জদা। আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয় নি তার।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



অনুকূল ঠাকুর বলতেন, আসলে মায়ের শক্তিরই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও

স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেম বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃ শক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারণ করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। সেই শক্তির জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বিবেকানন্দ দর্শন



বিবেকানন্দ বলতন, মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সারদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা সারদা দিয়েছিলেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে

সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা’ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নিদ্বারণ করে দেন।মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সামনে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান হচ্ছে বেনারস

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের বেশ কয়েকটি স্থান শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। সেই সব স্থান গুলি তীর্থক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারেনি আর্যরা। আর্যরা ভারতে এসেছিল হিমালয় পাদদেশের অঞ্চলগুলিতে বসবাস করে তাদের আধ্যাত্মিক চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করতে। এটাই ছিল আর্যদের মূল লক্ষ্য। তখন তাদের ভাষা ছিল আর্যীয় ভাষা। সাধু সংস্কৃত ভাষা তখনও লাভ প্রকাশ লাভ করতে পারেনি। ভারতে শাস্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার অধিকার অর্জন করার পর তারা ভাষাকে আরও পরিশালিত করা দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। আর্যদের প্রাচীন ভাষা আর্যীয় ভাষা থাকলেও তার মধ্যে বহু মধ্য এশিয়ার ভাষা মিশ্রিত ছিল। সেই আর্যীয় ভাষা ছিল কথা ভাষা। তার পরে সাহিত্য এবং শিক্ষা গ্রহণের ভাষা সৃষ্টি করার কথা ভাবতে থাকে আর্য পণ্ডিতরা। তারা তখন সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষণীয় ভাষা হিসাবে প্রাধান্য দিতে থাকে। কথা ভাষায় সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না। তক্ষশীলা, কাশী, বারাণসী, নবদ্বীপ, মিথিলা শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। ভারতের বহু ছাত্ররা সেখানে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করতো। যদিও তখন লিখিত গ্রন্থ প্রকাশ লাভ করেনি। মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক তৈরি করে গুরুরা তাঁদের শিষ্যদের শিক্ষা দান করতেন। একমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানরা এই শিক্ষা অংশ গ্রহণ করা অধিকারী ছিল। তার বাইরে আর



হয়েছে-‘ কাশী ভূতলস্থা ইয়ায় পৃথিবী, নহেন। যিনি অখংস্থিতা ইয়াও স্বর্ণ ইহতে উচ্চতর। যিনি অজান কল্পে এই ধরণী তলে আবদ্ধ ইয়াও মুক্তি দান করেন। যেস্থানে প্রাণত্যাগ করিলে জীবগণ অবিনশ্বর মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। সেই সদা সুর গণসেবিতা, গঙ্গাতীর বিরাজিতা, শশিশেখর বিশেষ্বর বিশ্বনাথের রাজধানী, ত্রিলোকবিদিতা কাশী, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বিশ্ব ইহতে রক্ষা করুন।’ মঙ্গলাচরণ বিষয়ে আলোচনা করা আগেই আমি উল্লেখ করেছিলাম যে কাশী নিকট তীর্থক্ষেত্র হিসাবে প্রাচীন ভারতে নাগরিকদের কাছে পরিচিত ছিল না। সেটা ছিল একটি শিক্ষাকেন্দ্র। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মোক্ষ লাভই ছিল কাশীর মহাত্ম্য। দৈনিকরূপে তপোবন শিক্ষা গ্রাখানা এতে উ পশ্ছিত হইল। মিথিলার কবি প্রবাহিত একটি শাস্ত সমায়িত স্থান যেখানে কোনও রকমভাবে শিক্ষা গ্রহণ কলে বাধাবিঘ্ন এসে উপস্থিত না হতে পারে। হরিদ্বার, কদোনার্থ বরীনাথকে ঘিরে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনা করা সম্ভব হল না বা সেই সব স্থানে শিক্ষা পাঠগ্রহণ উৎকৃষ্ট স্থান হিসাবে গৃহীত হতে পারলো না। তৎকালীন পণ্ডিতেরা কাশীকে শিক্ষা

গ্রহণ করার প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেন। কাশীর মঙ্গলাচরণের মধ্যেই তার উল্লেখ রয়েছে। সেখান লেখা রয়েছে-‘ যাঁহার অনুকম্পা বলে সত্যবতীন্দন বৈদব্যাস মহাকাব্য মহাভারতে নিজ কবিত্বের পরাকাষ্ঠা করিয়া কবিকুলের শিরোন্নত্ব ইয়াইছেন। যাঁহার কৃপায়

তাঁর সৃষ্টি সমগ্র ভারতবাসীর স্বীকৃতি এবং কৃপা দৃষ্টি লাভ না করতে পারলে তা অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে। তার হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করতে কাশীর আশীবাদ গ্রহণ করাটা তাঁর কাছে জরুরী হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে তিনি কাশীতে এসে উপস্থিত হন। কাশীর পণ্ডিতমহল তাঁকে কবি কুলপুরোহিত বলে স্বীকৃতি দান করে। তার ফলেই তাঁর সৃষ্টি সেই সময়ে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিদ্যাপতির সৃষ্টি শুলো শুধু মিথিলা রাজ দরবারের সম্পদ হয়ে থাকলো না। তা বারতবাসীর সম্পদ হয়ে খ্যাতিলাভ করতে থাকে। মহাকবি বাম্বিকীও কাশীর আশীবাদ লাভ করেছিলেন সেট কথা মঙ্গলাচরণে উল্লেখ করা রয়েছে। তপোবন শিক্ষার কাশী বিদ্যা চর্চা দ্বিতীয় তপোবন হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছিল। মিথিলার বিদ্যাপতি বাংলার চণ্ডীদাস কাশী গিয়েছিলেন নিশ্চয়। বিপুল সংস্কৃত চর্চা লাভ করতে ছাত্ররা যেমন একদিকে মিথিলায় যেতেন। তাপরে তারাই আবার কাশীতে বেশ কয়েক বছর শিক্ষা গ্রহণ করে সেখান থেকে জন্মস্থানে ফিরে আসতেন। তখন কাশী তীর্থ ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ বহু পড়ে তখন কাশী ছিল শিক্ষার অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র। সেই কারণে কাশীতে শিক্ষা লাভ করা পণ্ডিতদের পণ্ডিত মহলে বিশেষ মর্যাদা দিতে হতো।

হিমালয়ের পাদদেশগুলোতে বিশ্বনাথের প্রভাব বেশি। কদোনার্থ, বরীনাথ, অমরনাথ, কৈলাস মানস সরোবার প্রভৃতি স্থান বাবা বিশ্বনাথ প্রভাব বিস্তার করে আসেন। তিনি সর্বভাগ্যী। এই সব তীর্থক্ষেত্রে দেবী দুর্গাকে তাঁর স্ত্রী রূপে পাওয়া যায় না কেন তার উত্তর ভারতীয় পুরাণ ঘটিলে বুঝতে পারা সম্ভব হবে। বেদ রচিত মহাভারত হওয়ার বহু পরে পুরাণ রচিত হয়েছিল। সেই পুরাণে দেব দেবীর মহাত্ম্যকে প্রচার করা হয়েছে ভাব তত্ত্ব মিকে রক্ষা করতে। পরবর্তীকালে সেসবতে পাওয়া গেল যে সেই সব পুরাণ গ্রন্থগুলিকে বগলদাবা করে ফেলল ব্রাহ্মণরা। তারা সেই সব পুরাণকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করে দিল যা এখনও বহাল তবিয়াতে চলছে। আর্যরা দেবদেবীর পুজা আচনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সেই দৃশ্য এখনও কাশীকে বহমান। উত্তরাবাহিনী গঙ্গাকে শুধু মাত্র ডুব দিয়েই ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তার বহু বছর পরে। তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল কাশীকে রক্ষা করতে। বারাণসীতে পুণ্যভাষ্য পরিণত করে। কাশীর মহাত্ম্য ভারতব্যাপী বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হতো।

ইতিহাস শুধু লেখে কিন্তু মতামত দেয় না

অনিকেত নন্দর

আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে তৈরি করতে হল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (পরবর্তীকালে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ)। এখন নববিধান ব্রাহ্মদের মধ্যে অবাঙালি ও অভ্যারতীয়দের বিবাহ করার রীতিও উত্তরাধিকার বিষয়ে চিন্তা শুরু হয় । কেশবচন্দ্র সেনের গুরুত্ব এখানে অনস্বীকার্য, সেজন্যই তিনি নীরদচন্দ্রের ছ-জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির চতু ষ্-স্থান অধিকারী। অথচ, কে-জানত এখানেও ঘটতে চলেছে বিচ্ছেদ। গুরুচরণ মহলানবিশ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ও কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করে তৈরি করলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, যার প্রথম কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন তিনিই। ২৫ বছর পরে ১৯০২ সালে যখন গুরুচরণের পূত্র ও প্রশাস্তচন্দ্রের জ্যাতা সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ বিয়ে করলেন কেশবচন্দ্রের কন্যা মণিকাদেবীকে, তখন পুনর্বার নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। বলে রাখা জরুরি যে, প্রশাস্তচন্দ্রের মা ছিলেন নীরদ বাসিনী দেবী, স্যার নীলরতন সরকারের বোন। স্যার নীলরতন সরকারের সঙ্গেই অংশীদারত্বে প্রশাস্তচন্দ্রের বাবা প্রবোধচন্দ্র খাড়া করেছিলেন কার ও মহলানবিশ কোম্পানি। ১৯২৪ সালে এই কোম্পানির দৌলতেরই প্রথমবার একদিনে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ২৮টি গান ও কবিতা রেকর্ড করা হয়েছিল।

অর্থাৎ গুরুচরণের প্রতিষ্ঠিত এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসাবেই প্রশাস্তচন্দ্র চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। অবশ্য উদ্যোগটা ছিল প্রথমত সুকুমার রায়ের। আর প্রশাস্তচন্দ্র ছিলেন তাঁর তাড়াদার (সুকুমার রায়ের ডাকনাম) ডানহাত। ১৯২২ ও ১৯১৩ সালে যথাক্রমে সুকুমার ও প্রশাস্তচন্দ্র বিলাতে পড়তে গিয়েছিলেন। তারা সেখান থেকে বিশ্বমানবতার বোধে দীক্ষিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে, ১৮৭৮ সালে সাধারণ

আর এইখানেই আরও একটা ঘটনা জড়িয়ে পড়ে, তা হল নির্মলকুমারী মৈত্রেয় সঙ্গে প্রশাস্তচন্দ্রের প্রেমের সম্পর্ক। ছাত্রসমাজকে যখন গণঅধিকতার ভিত্তিতে গোষ্ঠীমুক্ত করার প্রয়াস চলছে তখন সমাজের আরও একটা দিক নিয়ে প্রশাস্তচন্দ্রের ছিল আপত্তি; তা হল সিতিল ম্যারেজ অ্যাক্ট। ১৮৬৭ সালে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে বিবাহ নীতি তৈরির



প্রয়াস করা হয়েছিল। তিনি নিজে সিমলা গিয়ে এই আপিল করেছিলেন। স্যার মেইনি বিলের একটি খসড়াও প্রস্তুত করেছিলেন। ১৮৭১ সালে স্যার স্টিফেন সেখানে কিছু সংশোধন করেছিলেন। তারপরেও আদি ব্রাহ্মসমাজের কিছু আপত্তি সেখানে ছিল। তারা এর বিরুদ্ধে পিটিশন দাখিল করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল: এক, এই বিল সমাজের রীতিকে ধর্মকে অগ্রাহ্য করেছে; দুই, সমাজিক রীতিকে ক্ষেপে আইনের প্রয়োজনই নেই; ও তিন, হিন্দুত্ব থেকে ব্রাহ্মকে আলাদা করে দেবে এই বিল যা হিন্দু ধর্মের সংস্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সব মিলিয়ে ১৮৭২ সালে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট পাশ হয়। এতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ খুশি হয়নি। এইখানেই (ততদিনে ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে)

পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করা হয়

চিত্তজিৎ দত্ত

পর্তুগিজ আর মগ জলদস্যুদের তখন প্রবল উপদ্রব। সরস্বতী নদীর তীরবর্তী প্রজারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। সেই অস্থির সময়ে, ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে কুলগুপ্তের পরামর্শে দস্যুদের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাতে এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে এক মহাপুজোর সূচনা হয়েছিল। হাওড়া জেলার আন্দুলের দত্ত চৌধুরী বাড়ির সেই ঐতিহাসিক দুর্গাপুজে ২০২৬ সালে ৪৫৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই পরিবারের ইতিহাস শুরু হয় আরও আগে, ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে। বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে বালির ভরদ্বাজ গোত্রীয় ‘কুলশ্রেষ্ঠ’ তেজকবি দত্ত তৎকালীন মুজঃফরপুর পরগনার ‘চৌধুরী’ উপাধি লাভ করেন। এরপর তিনি বালিগ্রাম ছেড়ে



সরস্বতী নদীর তীরে আন্দুলে এসে নিজেদের প্রাসাদ, দেবোত্তর সম্পত্তি ও জমিদারি গড়ে তোলেন। তাঁরই ষষ্ঠ বংশধর চৌধুরী রামশরণ দত্ত জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে এই মহাপুজো শুরু করেছিলেন। প্রাচীন এই পুজোর গরিমা এতটাই যে, প্রতি বছর খোদ ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এই পরিবারের কাছে শারদীয়ার শুভেচ্ছাবার্তা এসে পৌঁছায়।

দত্তচৌধুরী পরিবারের দেবী দুর্গা ‘রাজারজেশ্বরী’ রূপে পূজিতা হন। এখানকার প্রতিমার চালচিহ্নটি সাবেক ‘চান্দাচৌরী’ অতিথ্য ভবনের, যার গঠনশৈলী অত্যন্ত অভিনব। লক্ষ্মীর চালচিহ্নে আঁকা থাকে দেবী

প্রতীকী ‘শঙ্কলি’ অনুষ্ঠিত হয়।

বিজয়া দশমীর বিদ্যাবেলাতেও রয়েছে নিজস্ব প্রাচীন রীতি। উত্তর মুখী করে দেবীকে নামিয়ে প্রথমে বাড়ির বউরা এবং পরে পাড়ার বিবাহিত মহিলারা বরণ করেন। এরপর দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয় আন্দুলের দুর্লপাড়ায়। সেখানে আর একবার বরণ হওয়ার পর শুরু হয় নিরঞ্জন শেখর কাছ শারদীয়ার শুভেচ্ছাবার্তা এসে পৌঁছায়।

দত্তচৌধুরী পরিবারের দেবী দুর্গা ‘রাজারজেশ্বরী’ রূপে পূজিতা হন।

এখানকার প্রতিমার চালচিহ্নটি সাবেক ‘চান্দাচৌরী’ অতিথ্য ভবনের, যার গঠনশৈলী অত্যন্ত অভিনব।

লক্ষ্মীর চালচিহ্নে আঁকা থাকে দেবী

শঙ্করলাল কর্মকার

সালটা ছিল ১৮৯৩, জুলাই মাসের পড়ন্ত বেলায় জাপান থেকে কানাদা জলপথের একই জাহাজের দুই স্বামী ছিলেন একজন গেলফা বসন পরিহিত সন্ন্যাসী ও আর একজন হলেন মধ্যবয়স্ক পার্সি ব্যবসায়ী। ইয়োকোহামা থেকে ভাঙ্গুকুবার অভিমুখী জাহাজ চলেছে তার নিজের ছন্দে। ১২ দিনের যাত্রাপথেই জমে ওঠে গবেষণার আলাপ। একজন যাচ্ছেন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মার্কিন মূলকে আর অন্যজন চলেছেন শিকাগো ধর্মসভাতে।এনাডের একজন হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যজন হলেন আধুনিক ভারতবর্ষের শিল্পের জনক জামশেদজি টাটা। সেদিনের দুইজনের আড্ডাতে উঠে এসেছিল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি ও বাণিজ্যের পদস্রাব। স্বামী বিবেকানন্দদের থেকে তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন দেশে জামশেদজি টাটার সঙ্গে ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ পরলোকগমন করেন। ঠিক তার দুই বছরের মধ্যেই ১৯০৪ সালে জামশেদজি টাটার স্ত্রী মৃত্যু ঘটে।ভারতের ইম্পারত কারখানা গড়ে তোলার স্বপ্ন জামশেদজি টাটা তার উত্তরসূরিদের হাতে অর্পণ করে চলে গেলেন।১৯০৭ সালে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে গড়ে ওঠে টাটা স্টিল। এই কারখানাটি বর্তমানে বৃহত্তম ভাবে দশমাতীমান বহুজাতিক সংস্থা রূপে।১৯০৯ সালে গড়ে ওঠে টাটারের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স যা আজ আমাদের গোটো ভারতবর্ষের গর্ব. স্বামী বিবেকানন্দ যে ধরনের শারীরিক এবং মানসিক শক্তি ধ্যান করতেন তাতে তিনি অতি সহজেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁতে যেতে পারতেন। ঈশ্বর শক্তিশালী পুণ্যধর বদ্ধ। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারত শক্তিশালী হোক এবং একটি আত্মনির্ভর দেশ হিসাবে বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াক। তাঁর মতের সঙ্গে সহমত পোষন করেন জামশেদজি।

৭৮ বছরে বালুরঘাট আৰ্য সমিতির থিম গ্রন্থন কাঁথাশিল্পের ঐতিহ্য ও পুনৰ্যবহারের ভাবনায় মণ্ডপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১০ অক্টোবর : পুরোনো শাড়ি। কোথাও জঁপ কোথাও ছেঁড়া। ফেলে না দিয়ে সেই কাপড়ের উপরেই সুঁই- সুতো



চালিয়ে নতুন করে বুনে নেওয়া হত জীবনযাপনের উপকরণ। বাংলার ঘরে ঘরে প্রয়োজন থেকে জন্ম নেওয়া সেই কাঁথার সেলাইয়ে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিয়েছে নকশা স্মৃতি ও শিল্পবোধ। সেই ঘরোয়া শিল্পের ঐতিহ্যকেই এ বার দূৰ্গাপুজোর মণ্ডপে তুলে ধরছে বালুরঘাট আৰ্য সমিতি। পুজোর ৭৮তম বর্ষে তাদের ‘থিম ‘গ্রন্থন’

অসময়ের ফসল বিক্রি করে লাভের মুখ দেখছেন চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১০ অক্টোবর : ঋতু বদলালেও বীরভূমের বাজারে এখন আর ফুলকপি়র আঁকাল নেই। কনকনে শীতের সবজি হিসেবে পরিচিত ফুলকপি এখন বীরভূমের মাঠজুড়ে ফলছে বছরের প্রায় ১২ মাসই। আর অসময়ের এই ফসল বাজারে বিক্রি করে লাভের মুখ দেখছেন স্থানীয় চাষিরা। সাধারণত শীতকালীন সবজি হলেও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং সঠিক পরিচর্যার দৌলতে গরম আর বর্ষাতেও ফুলকপির ফলন সম্ভব হচ্ছে। তবে অফ-সিজনে বা সারা বছর এই চাষ ধরে রাখার নেপথ্যে আসল কারসাজি লুকিয়ে রয়েছে মাটি ও সারের বিশেষ পরিচর্যা। বীরভূমের সফল চাষিরা জানাচ্ছেন, সারা বছর মানসম্মত ফুলকপি পেতে সাধারণ জৈব ও



রাসায়নিক সারের পাশাপাশি কিছু বিশেষ সারের ব্যবহার অপরিহার্য। বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্ভুক্ত একাধিক কৃষকেরা জানাচ্ছেন আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য এই বছর কিছুটা ফলন কম হয়েছে তবে বাজারে দাম রয়েছে ভালই। তবে কোনেন দামে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব? এবিষয়ে কৃষককে জানাচ্ছেন, মাইক্রো- নিউট্রিয়েন্ট ও অনুদাত অফ-সিজনে জমিতে অনুযায়ের ঘাটতি দেখা দেয়। বিশেষ করে বোরন এবং মলিবেসেনাম। প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি। অনেকে সময় দেখা যায় বোরনের অভাবে কপির খাঁচায় খাম্বাি দাগ পড়ে বা কাণ্ড ফাঁপা হয়ে যায়, আর মলিবেসেনামের অভাবে পাতা চাবুরকের মতো সরু হয়ে যায়। সঠিক মাত্রায় এই দুই উপাদান ব্যবহার করলে কপির বাঁধুনি শক্ত হয় এবং রঙ বজায় থাকে। গাছের দ্রুত বৃদ্ধি এবং অসময়ের প্রচণ্ড গরম বা অতিরিক্ত বৃষ্টি সামলানোর জন্য প্রয়োজন মাটির প্রকৃতি বুঝে সঠিক মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ। সঙ্গে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ব্যবহারে ফুলকপির সাদা ভাব এবং ওজন দুটোই বাড়ে। বর্ষাকালে পান্ন রোগ রুখতে গোবর সারের সঙ্গে ট্রাইকোভাট্রা ভিরিডি বা অন্যান্য অনুজীব সার মিশিয়ে মাটি শোখন করা জরুরি। অফ সিজনে বাজারে অন্যান্য সবজির যোগান যখন কমে আসে, তখন ফুলকপির চাষিরা কয়েক তুঙ্গে। পাইকারি ও খুচরো উভয় বাজারেই শীতেরে তুলনায় দিগন্তেরও বেশি দাম মিলছে। সঠিক সারের প্রয়োগ এবং একটি বাড়তি যত্ন নেওয়ার ফলেই এখন বীরভূমের চাষিদের ঘরে ঢুকছে অতিরিক্ত উপার্জনের টাকা। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথাগত চাষের বাইরে বেরিয়ে বীরভূমের চাষিদের এই প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং সারের সঠিক প্রয়োগ অন্যান্য এলাকার চাষিদের জন্যও নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। এছাড়াও চাষিরা জানাচ্ছেন বাড়ির পাশে যদি আপনি অল্প জমে থাকে তাহলে অফনি নিজের সার ব্যবহার করেন অফ- সিজনে ফুলকপি চাষ করে বাড়িতে খেতে পারবেন, বাজার থেকে আর বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে না।

মানে জুড়ে দেওয়া। কাপড়ের টুকরোয় টুকরোয় যেমন সেলাইয়ের বন্ধন তৈরি হয়, তেমনই এই মণ্ডপে মিলবে ঐতিহ্য ও আধুনিক

শিল্পভাবনা। সম্পূর্ণ ভাবনা ও রূপাণয়ের দায়িত্বে রয়েছে টিম চৌকাঠ। কাঁথা-সেলাইয়ের কারুকাজের সঙ্গে থাকবে আধুনিক স্টিচ-পেস্টিং। বাঁশের কাজের পাশাপাশি সাজসজ্জায় ব্যবহার করা হচ্ছে ফেলে দেওয়া পুরোনো সাইকেলের রিং। পরিবেশবান্ধব নানা উপকরণে মণ্ডপ তৈরির পরিকল্পনায় গুরুত্ব পাচ্ছে

শিল্পভাবনা। সম্পূর্ণ ভাবনা ও রূপাণয়ের দায়িত্বে রয়েছে টিম চৌকাঠ। কাঁথা-সেলাইয়ের কারুকাজের সঙ্গে থাকবে আধুনিক স্টিচ-পেস্টিং। বাঁশের কাজের পাশাপাশি সাজসজ্জায় ব্যবহার করা হচ্ছে ফেলে দেওয়া পুরোনো সাইকেলের রিং। পরিবেশবান্ধব নানা উপকরণে মণ্ডপ তৈরির পরিকল্পনায় গুরুত্ব পাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১০ অক্টোবর : সারা রাজ্যের সঙ্গে বাঁকুড়া জেলাতেও গাঁদা ফুলের ব্যাপক চাহিদা ।জেলার শহরগুলিতে ফুলের দোকান ফোটে বেড়ে চলছে তুলেনি গাঁদা ফুলের চায়ও ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। জেলার জঙ্গলমহল এলাকার রাইপুর থেকে শিল্পাঞ্চল বড়জোড়া, জয়রামবাট থেকে পালজোড়া প্রায় সর্বত্রই গাঁদাফুলের চাহিদা ও চাষ বাড়ছে। জেলায় গাঁদা চাষ রুজি রোজগারের পথ হয়ে উঠছে। গাঁদা ফুলের চাহিদা ও ব্যাপকভাবে চাষের দান জেলার ফুলচাষিরা ফুল সংরক্ষণ এর জন্য হিমঘর ও শয্য বিমার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তুলেছেন। উত্তেজ্য, বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহল এলাকার রাইপুর, রাণীবাধ ও সারেস্ধার মত কাঁকুড়ে মাটির এলাকা গুলিতে গাঁদা চাষে সাফল্য এসেছে। রাইপুর র্লকের শ্যামসুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতেরে ঘুরাগাড়ি গ্রামের এক বাসিন্দা গাঁদা ফুল চাষ করে নজির গহেছেন। তিনি জানান যে, এক বন্ধুর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ভৈরববাঁকি নদী ও জলাধার এলাকায় ১০ কাঁদা জমিতে পরীক্ষা মূলকভাবে গাঁদা চাষ শুরু করে ছিলেন। প্রথম বছরেই সমগু খরচ বাদ দিয়ে ২০ হাজার টাকার বেশি মুনাফা পাওয়ায় আত্মবিশ্বাস সঙ্গে য়ায় তারা। তাই এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চলতি বছরে গাঁদা চাষের পরিধি আরও বেশি কয়েক বিঘা বাড়িয়েছেন বৈশা। বর্তমানে প্রতদিন প্রায় ৮০- ৯০ কেজি মত ফুল তোলা হয়। রাইপুর, রানীবাধ, ফুলকুসমা, শিলদা, মটগোদা, সারেস্ধা, সিমালাপাল ও তালডাঘার মতো

পুনর্যবহারের ভাবনাও। কাঁথাশিল্পের ইতিহাস শুধু কাপড়ের পুনর্যবহারের ইতিহাস নয়। বাংলার গ্রামীণ জীবনে নারীর শ্রম সংসারের প্রয়োজন ও সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে এই শিল্পের দীর্ঘ সম্পর্ক। পুরোনো শাড়ি- ধুতি দিয়ে তৈরি কাঁথায় যেমন দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রয়োজন মিতত, তেমনই হারতে সেলাইয়ের নকশায় প্রকাশ পেত শিল্পীর নিজস্বত।। সময়ের সঙ্গে সেই সেলাইয়ের ব্যবহার ছাড়িয়েছে পোশাক শাড়ি ও গৃহসজ্জার সামগ্রীতে। বাংলার ঘরোয়া শিল্প আজ বহুদূর বাজারেও পরিচিতি পেয়েছে। তবে ঐতিহ্যের পরিচিতি বাড়লেই শিল্পীর লড়াই শেষ হয় না। হাতে সেলাই করতে সময় ও শ্রম লাগে। দ্রুত উৎপাদনের বাজারে সেই কাজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা এবং শিল্পীর শ্রমের যথাযথ মূল্য নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ। নতুন প্রজন্মের কাছে কাঁথাশিল্পের ইতিহাস ও গুরুত্ব তুলে ধরতে চায় আৰ্য সমিতি। ‘গ্রন্থন’ এর ভাবনায় তাই নান্দনিকতার পাশাপাশি রয়েছে ঐতিহ্যকে চিনে নেওয়ার তাগিদ। ক্লাব সম্পাদক বিভাস সাহা ও কোষাধ্যক্ষ সৌভিক তরফদার বলেন কাঁথাশিল্পের সঙ্গে বাংলার মানুষের

অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় মধুপুর স্টেশনে চলমান উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করলেন গীতিকা পাণ্ডে

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিস গীতিকা পাণ্ডে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় চলমান ও সম্পন্ন হওয়া উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে আসানসোল ডিভিশনের অধীনে থাকা মধুপুর রেলওয়ে স্টেশনটি ০৯.১০.২০২৬ তারিখে পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সাথে ছিলেন পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল হেড অব ডিপার্টমেন্টস , আসানসোল ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সঞ্জয় মৌ্য এবং ডিভিশনাল ব্রাঞ্চ অফিসাররা। তাঁর পরিদর্শনের সময়, জেনারেল ম্যানেজার বিশেষভাবে মূল যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার ওপর জোর দেন, যার মধ্যে রয়েছে প্ল্যাটফর্ম শেড, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা এবং আধুনিক গণশেঁচাগার। তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সমস্ত অবশিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন, যাতে যাত্রীদের সর্বোচ্চ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা যায়। এই সফরের একটি অংশ হিসেবে, মিস পাণ্ডে মধুপুর স্টেশনে স্থাপিত ‘এক স্টেশন এক পিঁপা’ স্টলের স্থানীয় বিক্রেতাদের সাথেও কথা বলেন এবং স্থানীয় পণ্য ও ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের প্রচারের জন্য



স্টেশন পরিকাঠামো আধুনিকীকরণে পূর্ব রেলওয়ের অঙ্গীকার সম্পর্কে আপডেট শেয়ার করেন। এই পরিদর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পূর্ব রেলওয়ের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি বলেন, পূর্ব রেলওয়ে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমস্ত ডিভিশনে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং স্টেশন পরিকাঠামো উন্নয়নে উৎসর্গীকৃত

দুর্গাপূজা ২০২৬-এর জন্য উচ্চপর্যায়ের সমন্বয় বৈঠক করল শিয়ালদহ ডিভিশন

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : ২০২৬ সালের দুর্গাপুজার সময় যাত্রীদের অত্যধিক ভিড় সামালানোর প্রস্তুতর পর্যালোচনা এবং উৎসবের দিনগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সঠ্য যাতায়াত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিয়ালদহ ডিভিশন রাজ্য পুলিশ, কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ এবং সরকারি রেল পুলিশ -এর উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি কৌশলগত উচ্চ-পর্যায়ের সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করে। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় যাত্রীদের অত্যধিক ভিড় সামালানো এবং নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগের মধ্যে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠকে যাত্রীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের পরিকল্পনা, নির্দিষ্ট ‘হোল্ডিং এরিয়া’ (ভিড় সামালানোর জন্য নির্ধারিত স্থান) এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদক্ষেপগুলি পর্যালোচনা করা হয়। অত্যধিক ভিড় এড়াতে এবং যাত্রীদের সঠ্য চলাচল নিশ্চিত করতে প্ল্যাটফর্মগুলিকে যথাযথভাবে ভাগ করার ওপর জোর দেওয়া হয়। নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে পর্থাগু রেলওয়ে প্রোটোকশন ফোর্স কর্মী মোতায়েনের বিষয়টিও আলোচিত হয়। অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মীর চাহিদা মেটাতে ২৭০ জন প্রাক্তন সেনাকর্মীকে কাজে লাগানো হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি রেলওয়ে প্রোটোকশন সেশশাল ফোর্স -এর অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। যেসব সেভেল ক্রুসিং গেটে অত্যধিক যানলাচল বা ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে রাজ্য ট্রাফিক পুলিশের সাথে নিবিড় সমন্বয় রেখে পর্থাগু সংখ্যক RPF কর্মী মোতায়েন করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে অবস্থিত প্রধান ফুট-ওভার ব্রিজগুলিতেও RPF কর্মী এবং স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, সিভিল ডিফেন্স ও সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের স্বেচ্ছাসেবকদের মোতায়েন করা হবে, যাতে তারা যাত্রীদের সহায়তা করতে পারেন এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। অত্যধিক যাত্রীর সমাগম হয় এমন স্টেশনগুলিতে জরুরি প্রয়োজনে সময়মতো চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য ‘মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ’ এবং অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থাও রাখা হবে। কার্যকর তদারকি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পুরো ডিভিশনটিকে স্টেশন-গোষ্ঠী ভিত্তিক ১১টি ‘নোডাল অফিস’ -এ ভাগ করা হয়েছে এবং পুরো ডিভিশনের স্টেশনগুলির ওপর নজর রাখার জন্য একটি ‘সেন্ট্রাল ওয়ার রুম’ -এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেকোনো জরুরি অবস্থা বা প্রয়োজন সহায়তার জন্য যাত্রীরা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীরা শিয়ালদহ ডিভিশনের ‘ওয়ার রুম’ -এর ৯১৪৭৯০৬৭৭৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সমস্ত অটোম্যাটিক টিকিট ডেভিড মেশিন

অ্যাপ-ক্যাব চালক খুনে তিন দিনের মধ্যে ঘটনার রহস্যভেদ করল চন্দননগর কমিশনারেট, প্রেফতার ও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের দুই প্রান্তে দুই আপ-ক্যাব চালককে মৃণ্মতভাবে হত্যার ঘটনার মাত্র তিন দিনের মাথায় তার কান্ডার করার দাবি করল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। ডানকুনিগেতে ক্যাব চালক খুনের ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে একটি সুসংগঠিত গাড়ি চোর চক্রের হাদিশ পায় পুলিশ এবং এই ঘটনার মুক্ত থাকার অভিযোগে মোট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা জেরায় ডানকুনি তো বটেই, এমনকি কলকাতার এন্টালি থানা এলাকায় অপর এক ক্যাব চালক হত্যার সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে। ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারের তাদের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত তিন অভিযুক্তের নাম মহম্মদ মনিরুল গাঞ্জী, শেখ শাহাদত এবং মহম্মদ আরিয়ান মোল্লা। ধৃতদের মধ্যে মনিরুল ও শাহদত মামুদগ্রামের এবং আরিয়ান নিমতার বাসিন্দা। তদন্তকারী আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, দুটি হত্যাकाণ্ডের ক্ষেত্রেই অপরাধীরা একই ধরনের অপরাধমূলক কৌশল বা মডাস অপারেটিং ব্যবহার করেছিল। উভয় ক্ষেত্রেই আক্রান্ত চালকের পা নাইলনের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে এবং গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে মৃনু করা হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে গত ৫ অক্টোবর সকালে। ওই দিন সকালে ডানকুনি থানা এলাকার দিল্লি রোডের ভাড়ওয়া মোড়ের কাছে এক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অচেতন

এবং মোবাইল-ইউটিএস পরিষেবা সচল থাকে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত বৃকিছ কাউন্টারের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের সুবিধার্থে সমস্ত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা পুছানুপুছভাবে পর্যালোচনা করা হবে। সরঞ্জাম বিকল হওয়া বা পরিচালনগত সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, টিআরডি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টিআরএস বিভাগের



মোবাইল রক্ষণাবেক্ষণ দলগুলো বিকেল ৪টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কৌশলগত স্থানগুলোতে মোতায়েন থাকবে, যাতে যাত্রীদের অসুবিধা যথাসম্ভব কমানো যায়। উৎসবের মরসুমে সম্ভাব্য ভিড় সামাল দিতে এবং যাত্রীদের এড়াতে, শিয়ালদহ স্টেশনের পার্কিং এলাকাটি ১০ থেকে ২১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। যাত্রী ও দর্শনার্থীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা এই এলাকাটি শুশুমাত্র যাত্রী নামানো ও তোলার (ড্রপ-অফ ও পিক-আপ) কাজে ব্যবহার করেন এবং এই সময়ে সেখানে গাড়ি পার্ক করা থেকে বিরত থাকেন। এই পদক্ষেপটি স্টেশনের আশেপাশে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবং ভিড় কমাতে সহায়তা করবে। এছাড়া, এই সময়ে (১৫-২১ অক্টোবর ২০২৬) শিয়ালদহ স্টেশনে ডিজিটাল লকার পরিষেবা বন্ধ থাকবে। যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা আগে থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজীব সাক্সেনা, ডিভিএমএস, শিয়ালদহ ডিভিশন বলেছেন, দুর্গাপুজার সময় প্রতিটি যাত্রীর নিরাপত্তা ও সুবিধা নিশ্চিত করাই আমাদের অগ্রাধিকার। ভিড় নিয়ন্ত্রণ, পর্থাগু নিরাপত্তা এবং যাত্রীদের সঠ্য চলাচল নিশ্চিত করতে আমরা পুলিশ ও সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে নিবিড় সমন্বয় রেখে কাজ করছি। উৎসবের ভিডের মধ্যেও যাত্রীদের নিরাপদ, সঠ্য ও ঝামেলামুক্ত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা আগেভাগেই নিশ্চিত করতে হবে। সমন্বিত পরিকল্পনা, উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, চিকিৎসা সংস্থার প্রস্তুতি এবং কার্যকর পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্গাপূজা ২০২৬-এর সময় নিরাপদ, দক্ষ ও যাত্রী-বান্ধব রেল পরিষেবা নিশ্চিত করতে শিয়ালদহ ডিভিশন প্রতিক্ষিতবদ্ধ।

বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে মালবাজারে জাতীয় সড়ক অবরোধ চা শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর : আসন্ন দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে বকেয়া বেতন এবং এককালীন ২০ শতাংশ পুজো বোনাসের দাবিতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন চা বাগান কর্মীরা। শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার সংলগ্ন নিউমাল ওভারব্রিজের কাছে নিউগুয়াঞ্চ চা বাগানের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা পথ অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। এর ফলে ব্যস্ততম মালবাজার-শিলিগুড়ি জাতীয় সড়ক-১৭ (NH-17) পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং রাস্তার দুই ধারে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়, যার জেরে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন সাধারণ পথচলতি মানুষ ও যাত্রীরা। আন্দোলনকারী চা শ্রমিকদের মূল অভিযোগ, বাগান কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের পাওনা বোনাস ও বকেয়া বেতন পরিষেধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। শ্রমিকরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা কোনোভাবেই বোনাস বা বেতন পেতে পারেননি নবেন না। তাদের একটাই দাবি, অবিলম্বে এককালীন পুরো ২০ শতাংশ বোনাস এবং সমস্ত বকেয়া বেতন একসঙ্গে মিটিয়ে দিতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার কথা শ্রমিকরাই দিয়েছেন শ্রমিকরা। এদিকে এই আকস্মিক সাক অবরোধের জেরে একাধিক চার উত্তেজনার সৃষ্টি হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালবাজার থানার পুলিশ এবং নিউমাল জংশন থেকে রেলওয়ে পুলিশ। আটকে থাকা যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করতে এবং রাস্তা থেকে অবরোধ হটাতে পুলিশ প্রাঙ্গণ করেছিলেন যেমন শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে, তেমনই বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কাটিহার মণ্ডলে ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং
ই-টেক্সার নোটিস নং- কোম্পানির/মহানজি/ ৫০ অফ ২০২৬ তারিখঃ ০৭-১০-২০২৬।
ভারতের রাষ্ট্রপতিত্ব পাশ্বে এবং তদক্ষ থেকে নিশ্চিতভাবে কাজগুলির জন্য "ই-টেক্সারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেক্সার সংখ্যা. ১। কাজের নামঃ জেট্রি ডিএনএ।কাটিহার অধিক্ষেত্রে অধিনে মোবাইল ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং ব্র্যান্ড ব্যবহার করে সমগ্র রেলের পাণ্ডের অস্থায়ী নির্মাণ স্থল (ইন টিউ সেনে) ১০ টেক্সার প্যানেলিং নির্মাণ স্থল (ইন টিউ প্যানেল) ও রেলের পাশেবর্তী ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং (নোহেনএসএইচ)। টেক্সার রাশিঃ ৬৫,৮০,৯১৮৭ টাকা। ব্যানার রাশিঃ ১,০১,৬০০৭৭ টাকা। টেক্সার বহু হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটনা এবং খোলা যাবে ১৫.৩০ ঘটনা। উপরোক্ত ই-টেক্সার টেন্ডার প্র-গত সহ সম্পূর্ণ তথ্য জানতে ০৮-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটনা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উল্লব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডেরিউ), কাটিহার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"স্বাক্ষরিত ও প্রাক্ষ পদবিহীন"

বিজ্ঞপ্তি
হামার মজেল ১১ পদবি পাল, যামী- পার্থ পাল, সাং- সারোয়া, সর্কিরহিল, কোলা- হাওড়া, ২। স্বাক্ষরিত পাল, পিরা- বর্ধমানপাল, সাং- কামারপা, হাওড়া। বিখ্যত ইংরাজী- ২৯.০১.২০২৬ তারিখে পালকে রাষ্ট্র রোজিঃ অধিনে রোজিঃ কৃত যানকো ০৮০৬০৯৭৯৯ ১০ ও ০৮০৬০৯৮০ ১০ বিকল্প কোলা দলিল বার না মালো কামারপা, পিরা- রাসোরা রা দলিলের নিকট ইহঁতে খালি মূল হাওড়া কোলা সারোয়া পালার অধিনে কোম্পানী সৌজার এবং, ১০ নং ভুক্ত, এবং, ১০ নং দাসে ৩৬০১ নং বিখ্যায় এবং, যার, ২৮৭ / ০২১ নং দাসে ডান্ডা মোট ০৫ ফটা ১৫ ফটক সম্পত্তি ক্রয় করায়নি উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়ভোগে বিখ্যত ইংরাজী- ০৮.১১.২০২০ তারিখে হাওড়া ডিঃ রোজিঃ অধিনে রোজিঃ কৃত ০১ নং খালি ০৮০৬০৯২০১ নং আদালতকোলা দলিল মূল বিকল্পেপালকে ১১। পঞ্চম বার, পিরা রামানন্দ পাল, সাং- নৌলারী, নারপল, সর্কিরহিল, হাওড়া এবং ১। কল্যা পাল, যামী- সুপাঠি পাল, সাং-এ ৬৬/২ ফাপিক কল-কামারোজি হাদিশি সোমোহাটী, ৪.সি.পি.টি, কেম্ব-৪, আনন্দপুর, কোলকাতা মহাশয় ও মহাশয়ের আদালতের নিযুক্ত কোম্পানিহিন্দো। উক্ত বিকল্পের অধিনে কোন আপর্টি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি.এম. অফ.এ.স. যার, ৪. সর্কিরহিল অধিনে যোগাযোগ করতে।
Rimo Bhakta Advocate Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি
আমি সুবোধ বিশ্বাস, পিগ- মনোরঞ্জন বিশ্বাস, সাং- বুরয়া বিশ্বাস, পিগ- বরধমান রাজপুর, থানা- বনগ্রাম, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা পিন নং-৭৪০২৫৪৫ স্থায়ী কার্যালয়। বনগাঁ রুর আমি বিখ্যত ইংরাজী ১৪.০১.১৯৯৪ সালে কোবলা দলিল যার নং- ৩৬৩৪৫, বনগ্রাম জিএসস্টেশন অধিনে বরুয়া রাজাপুর সৌজার J.L.No- ১৪৭৭, দাগ নং ৫৮৭৭, বিখ্যায় নং- ২৮০ থেকে জরি পাই। তাতে পিঠি দলিল হিসেবে হোল্ডস্ রোজিঃস্টেশন অধিনে সার Power of Attorney দলিল আছে ইং- ২২.১.১৯৮৭ তারিখে। সেখানে ফন্সনে মন মণ্ডল ও স্বায় সিরাবুল্ল মণ্ডল থাকে নং নম্বর Power দেওয়া আছে।
যদি Power দায়তের কোন আপর্টি থাকে তাহলে নিম্নে Case No.এ. বনগাঁ B.L. L.RO. অধিনে এসে ১ নম্বর মধ্যে আপর্টি জরানো করে No. MM/2026/1520/ 26523, Date- 13.10.2026

SHORT NOTICE INVITING TENDER
TENDER No.:- WBW/EE/ DM&ED/SNIT/07/2026-27
Above mentioned Short Notice Tender(off-line) is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 2 No. Emergency Mechanical Work under this Division. Last date of application of the bid: 12.10.2026 16:00 HRS. The other details may be seen from website https://www.iwd.wb.gov.in and also from office of the undersigned on any working days.
Sd/- Executive Engineer Durgapur Mechanical & Electrical Division Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte.

বি. আর. সিং হাসপাতালের অ্যাডভান্সড কার্ডিয়াক সেন্টারে বুক্কির্পূর্ণ হার্ট অপারেশন, বাঁচানো হলো ৫০ বছর বয়সি রোগীর প্রাণ

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : তীব্র হার্ট ফেইলিওরের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি হওয়া ৫০ বছর বয়সি এক পুরুষ রোগীর সফল চিকিৎসার মাধ্যমে বি. আর. সিং হাসপাতালের অ্যাডভান্সড কার্ডিয়াক সেন্টার চিকিৎসাক্ষেত্রে আবেকটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছে। বাইরে থেকে রেকার করা এই রোগীকে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট ও বুকের অস্বস্তি নিয়ে বিভাগে ভর্তি করা হয়েছিল। কার্ডিওলজি টিমের বিশদ মূল্যায়নের পর তাঁর সিদ্ধান্তীয় মাইট্রাল স্টেনোসিস ধরা পড়ে, যা অত্যন্ত ক্যালকিফাইড মাইট্রাল পাতালের কারণে হয়েছিল-এটি এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে হৃদপিণ্ডের ভালত সংকীর্ণ ও শক্ত হয়ে রক্তপ্রবাহকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করে। পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল অফিসার ডঃ নরীন্ডা বি.-এর সামগ্রিক চিকিৎসা নির্দেশনায় হাসপাতালটি উন্নত ও সুলভ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নতুন উচ্চতা অর্জন করে চলেছে। বি. আর. সিং হাসপাতালের মেডিকেল ডিরেক্টর ডঃ দেবশাসি গুহ এবং বি.আর.এস.এইচ-এর এসিএইচডি / আইসি/

কার্ডিওলজি ডঃ অজয় গৌতমের বিশেষজ্ঞ নির্দেশনায় এই জটিল ও বুক্কিপূর্ণ কেসটি পরিচালনা করা হয়। মেডিকেল টিম বেলুন মাইট্রাল ভালভটোনিম নামক একটি জটিল, অস্ত্রোপচারহীন পদ্ধতি সম্পন্ন করে। এই প্রক্রিয়ার সময় চিকিৎসকরা অ্যাট্রিয়াল সেন্টাল পাওড়ার মাধ্যমে একটি বিশেষ তার হ্রদপিণ্ডের বাঁ অলিঙ্গে প্রবেশ করান এবং সংকীর্ণ ভালভটিকে প্রসারিত করার জন্য এর ভেতরে একটি ছোট বেলুন ফুসিয়ে দেন। তীব্র তাল ক্যালসিফিকেশনের সাথে জড়িত উচ্চ বুক্কি সঙ্কেও, কোনো জটিলতা ছাড়াই বেলুন্টি সফলভাবে প্রসারিত হয়। সফল চিকিৎসার পর রোগী তাৎক্ষণিক স্বস্তি পান, স্বেছ হয়ে ওঠেন এবং সম্প্রতি তাকে ফিজিশিয়াল অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এই সাফল্যের ঘটনাটি বি. আর. সিং হাসপাতাল এবং পূর্ব রেলওয়ের সেই অলি প্রতিক্রতির কথাই মনে করিয়ে দেয়, যার মাধ্যমে রোগীরা বিশ্বমানের কার্ডিয়াক কেয়ার এবং জীবন রক্ষাকারী উন্নত চিকিৎসা পেতে পারেন।

বেলেঘাট আইটি সেক্টর সেকশনে আজ পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হল

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : কলকাতা মেট্রো রেলের কবি সুভাষ জয়হিত বিমানবন্দর করিডোর বারেল্ল লাইনের বেলেঘাটা আইটি সেক্টর সেকশনে আজ পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হল। ট্রেন বিকাশ নিগম লিমিটেড কর্তৃপক্ষের বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে এই প্রথম কমিউনিকেশন সেড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেমে সাফল্যের সঙ্গে এই রেল চালানো সম্ভব হয়েছে বলে মেট্রো রেল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। উল্লেখ্য দীর্ঘ চার বছরের বেশি সময় পরে ইএম বাইপাসের সুকান্তপুর উডালপুলের বাকি থাকা ৩৬৬ মিটার দীর্ঘ অংশ যুক্ত হয়ে যাওয়ার পরে এই সেকশনে ট্রেন চলাচল শুরু হলে গৌর কিশোর ঘোষ, নলবন ও সেক্টর ফাইভ স্টেশন সরাসরি কবি সুভাষের সঙ্গে যুক্ত হবে।

খাবার-দাবার

দুর্গাপূজোর ভোগে থাকুক সাবেকি স্বাদ! বাড়িতেই বানান রাইবেগুন

বিশেষ প্রতিবেদক : দুর্গাপূজো মানেই সাজগোজ, ঠাকুর দেখা আর জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। বাঙালির পূজোর আনন্দে ভোগের গুরুত্বও কম নয়। অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে পূজোর পাত পেড়ে খাওয়া-সবেতেই জড়িয়ে থাকে সাবেকি বাঙালি রান্নার স্বাদ। নিরামিষ পদ হোক বা আমিষের আয়োজন, পূজোর বিশেষ মেনুতে থাকে নানা রকম পদ। চাইলে রেস্টুরায় না গিয়েও বাড়িতে তৈরি করতে পারেন এমন তিনটি সুস্বাদু পদ-রাইবেগুন, বাদশাহী ছানা এবং ভোগের পাতার মাংস। রইল উপকরণ ও সহজ প্রণালী।

১. রাইবেগুন-সরষে, পোস্ত আর নারকেলের দুধের মেলবন্ধনে তৈরি রাইবেগুন নিরামিষ মেনুতে এনে দেবে অন্য রকম স্বাদ। উপকরণ-

- বেগুন - ২টি
- সরষে বাটা - ১ চা-চামচ
- পোস্ত বাটা - ১ চা-চামচ
- নারকেলের দুধ - আধ কাপ
- কারিপাতা - ৪-৫টি
- সরষের তেল, নুন, হলুদ ও চিনি - পরিমাণমতো
- প্রণালী-প্রথমে বেগুন মাখনান দিয়ে কেটে সমান টুকরো করে নিন। নুন ও হলুদ মাখিয়ে সরষের তেলে ভালো করে ভেজে তুলে রাখুন।

অন্য একটি পাত্রে সরষে বাটা, পোস্ত বাটা ও নারকেলের দুধ মিশিয়ে নিন। কড়াইতে সরষের তেল গরম করে কারিপাতা ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরোলে সরষে-পোস্তের মিশ্রণ

ঢেলে দিন। নুন, চিনি, হলুদ ও লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে ভাজা বেগুন দিয়ে দিন। অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রান্না করে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে দারুণ লাগবে এই পদ।

২. বাদশাহী ছানা-পূজোর নিরামিষ মেনুতে একটু রাজকীয় স্বাদ চাইলে বানিয়ে ফেলুন বাদশাহী ছানা। কাজু, পোস্ত ও ক্রিমের মিশ্রণে তৈরি ঘন ক্রেডি এই পদের বিশেষ আকর্ষণ। উপকরণ-- দুধ - ১ লিটার
- শা-জিরা - ১ চা-চামচ

- শুকনো লঙ্া - ২টি
- তেজপাতা - ২টি
- পোস্ত বাটা - ১ টেবিল-চামচ
- কাজু বাটা - ১ টেবিল-চামচ
- কিশমিশ বাটা - ১ টেবিল-চামচ

কাজু ও কিশমিশ বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছাড়লে ক্রিম এবং প্রয়োজনমতো নুন-চিনি দিন। ভাজা ছানার বড়াগুলি প্রেড়িতে দিয়ে অল্প আঁচে কয়েক

- তেজপাতা - ৪-৫টি
- আলু - ৫টি
- ছোট এলাচ, বড় এলাচ, দারচিনি ও লবঙ্গ - পরিমাণমতো
- সরষের তেল, নুন, হলুদ ও চিনি - পরিমাণমতো

প্রণালী-দইয়ের সঙ্গে ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, আদা বাটা, গরম মশলা, নুন ও হলুদ মিশিয়ে মাংসে ভালো করে মাখিয়ে নিন। অন্তত ৬ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। কড়াইতে সরষের তেল গরম করে আলু লালচে করে ভেজে তুলে রাখুন। একই তেলে তেজপাতা ও গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিন। এ বার ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। ঢাকা দিয়ে কম আঁচে রান্না করুন। মাংসের ধরন অনুযায়ী সময় লাগতে পারে, তাই মাঝে মাঝে নেড়ে সেক্ষ হওয়া পরীক্ষা করুন। মাংস কিছুটা স্বেদ হলো ভাজা আলু দিয়ে প্রয়োজনমতো গরম জল মেশান। আবার ঢাকা দিয়ে রান্না করুন, যতক্ষণ না মাংস ও আলু ভালোভাবে স্বেদ হয়। শেষে ঝোলের ঘনত্ব ও নুন-চিনি দেখে নামিয়ে নিন। দুর্গাপূজোর ভোগে এই তিন পদ তুলে রাখুন। এ বার কড়াইতে তেলে উপকরণঃ- পাতার মাংস - ১ কেজি
- দই - ৩০০ গ্রাম
- ধনে গুঁড়ো ও জিরে গুঁড়ো - ১ টেবিল-চামচ করে
- আদা বাটা ও গরম মশলা বাটা - ১ টেবিল-চামচ করে

জার্মানির নাগরিক ধ্রুব রাঠি ‘কোকরোচ আন্দোলনে! অতীতের বিতর্ক ঘিরে ফের চর্চায় ‘জার্মান শেপার্ড’

নয়াদিল্লি, ১০ স্ত্তম্ভাবর : দিল্লির যন্তর মন্ডরে ‘কোকরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন ঘিরে এবার আলোচনায় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি। জার্মানির নাগরিক হওয়াে এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানোয় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। তবে আন্দোলনে তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকা এবং অংশগ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য স্পষ্ট নয়। এরই মধ্যে অতীতে একাধিক বিতর্কে জড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের শিরোনামে উঠে এসেছেন জনপ্রিয় এই ইউটিউবার। নেটদুনিয়ায় যাকে অনেকে ‘জার্মান শেপার্ড’ বলে কটাক্ষ করেন, সেই ধ্রুব রাঠির রাজনৈতিক অবস্থান ও ভিডিওর বিষয়বস্তু নিয়ে আগেও বহুবার বিতর্ক তৈরি হয়েছে। হয়রান্য থেকে জার্মানি, কীভাবে জার্মানয় হলেন ধ্রুব? ১৯৯৪ সালে হয়রান্যের এক জাঠ পরিবারে জন্ম ধ্রুব রাঠির। সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা এবং প্রাথমিক পড়াশোনা। উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি নেন জার্মানিতে। সেখানে মেকানিক্যাল

ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা করেন। পরবর্তীকালে ইউটিউবে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে ভিডিও তৈরি করে পরিচিতি বাড়াতে শুরু করেন তিনি। ২০১৬ সালে ইউটিউবার হিসেবে পথচলা শুরু ধ্রুবের। প্রথম দিকে তাঁর ভিডিওর মূল বিষয় ছিল ভ্রমণ। বিভিন্ন দেশ, সেখানকার পরিবেশ এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভিডিও তৈরি করতেন তিনি। তবে ওই বছরের শেষ দিকে বিষয়বস্তুতে বদল আনেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সরকারের নীতি এবং রাষ্ট্রের নানা ইস্যু নিয়ে ভিডিও প্রকাশ করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে তাঁর ভিডিও জনপ্রিয়তা পায় এবং বিভিন্ন সববাদমাধ্যমেও তাঁর মতামত নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ২০২০ সালের জুলাইয়ে ভ্রমণকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর জন্য নতুন ইউটিউব চ্যানেল চালু করেন ধ্রুব। পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও অংশ নিতে থাকেন তিনি। ২০২২ সালের

ফেব্রুয়ারি থেকে ইউটিউব শর্টসের মাধ্যমেও নিজের মতামত তুলে ধরতে শুরু করেন। ২০২৪ সালে বাংলা, তামিল, তেলুগু, মারাঠি ও কন্নড়-এই পাঁচটি আঞ্চলিক ভাষায় চ্যানেল চালু করার উদ্যোগও নেন। ফলে তাঁর দর্শকসংখ্যা ও পরিচিতির ভুলের অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে নেটমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এর পর ২০২৬ সালের মার্চে ফরেন রস ও প্যাকেটজাত জ্বরের তুলনা করে তৈরি একটি ভিডিও ঘিরে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়। অভিযোগ, ওই ভিডিওতে একটি পরিচিত সংস্থার প্যাকেজ যেভাবে দেখানো হয়েছিল, তা নিয়ে আপত্তি ওঠে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে ফেসবুক, এক্স এবং ইউটিউবে সংশ্লিষ্ট

ভিডিওটি ব্লক করার পদক্ষেপের কথা সামনে আসে। পহেলাগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার সময়েও ধ্রুব রাঠির রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে প্রকাশিত ভিডিওর তথ্য, উপস্থাপনা এবং

বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন ধ্রুব রাঠি। সেই ভিডিওতে ভারতের মানচিত্রে কাশ্মীরের অবস্থান নিয়ে ভুলের অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে নেটমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এর পর ২০২৬ সালের মার্চে ফরেন রস ও প্যাকেটজাত জ্বরের তুলনা করে তৈরি একটি ভিডিও ঘিরে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়। অভিযোগ, ওই ভিডিওতে একটি পরিচিত সংস্থার প্যাকেজ যেভাবে দেখানো হয়েছিল, তা নিয়ে আপত্তি ওঠে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে ফেসবুক, এক্স এবং ইউটিউবে সংশ্লিষ্ট

সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আখাতের অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠে। যদিও প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষাপট ও অভিযোগের আইনি অবস্থান আলাদা।এবার দিল্লির যন্তর মন্ডরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ‘ জনতা পার্টির আন্দোলন ঘিরে ধ্রুব রাঠির নাম সামনে আসায় নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তাঁর জার্মানির নাগরিকত্ব এবং রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। তবে নাগরিকত্ব থাকা মাত্রেই কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে মত প্রকাশ বা আন্দোলনের সমর্থন করা বেআইনি হয়ে যায়, এমন নয়। এই ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত পৌঁছানো জরুরি। অতীতে একাধিক বিতর্কে নাম জড়ানো ধ্রুব রাঠিকে ঘিরে তাই ফের সরগরম রাজনৈতিক মহল ও নেটদুনিয়া। ‘ আন্দোলন নিয়ে তাঁর অবস্থান কী এবং এই বিতর্কের পরবর্তী গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর।

দিল্লি পুলিশের কৌশল ঘিরে জোর চর্চা বিমানেই ‘কোকরোচ নেতাদের আটক করতে মহিলা পুলিশ কেন?

নয়াদিল্লি, ১০ স্ত্তম্ভাবর : দিল্লিতে বিস্ফোত শুক্র হওয়ার আগেই বিমানবন্দরে আটক ‘ জনতা পার্টির তিন নেতা অভিজি দীপকে, সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাক্ষা। শনিবার ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান অবতরণের পরই তাদের আটক করে দিল্লি পুলিশ। কিন্তু এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে অন্য একটি বিষয়। নেতাদের আটক করতে বিমানে ভিতরে গিয়েছিলেন মহিলা পুলিশ অধিকারিকরা। কেন পুরুষ পুলিশকর্মীদের পরিবর্তে মহিলা অধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হল? তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। পুলিশের তরফে এই পদক্ষেপের নির্দিষ্ট কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। তবে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে সস্তাব্য কৌশলগত কারণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, আটক করার সময় যাতে কোনওরকম উত্তেজনা বা সংঘর্ষের

পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে কথা মাথায় রেখেই মহিলা পুলিশ অধিকারিকদের সামনে রাখা হয়ে থাকতে পারে। যদিও এই ব্যাখ্যার সত্যতা সম্পর্কে দিল্লি পুলিশের আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ মেলেনি। সতর্ঘ্য এড়াতেই কি মহিলা পুলিশ? দিল্লির যন্তর মন্ডরে বিস্ফোভের কর্মসূচি ঘিরে আগে থেকেই উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল ‘ জনতা পার্টি’। কিন্তু এই কর্মসূচির অনুমতি না মেলায় নিরাপত্তা নিয়ে সতর্ক ছিল প্রশাসন। সেই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের নেতারা দিল্লিতে পৌঁছানোর আগেই তাদের আটক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুরুষ পুলিশ অধিকারিকরা আটক করতে গেলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বচসা বা ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়ে থাকতে পারে। সেই সস্তাবনা

এড়াতেই মহিলা পুলিশ অধিকারিকদের ব্যবহার করার কৌশল নেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে এটি সংবাদমাধ্যমের সস্তাব্য ব্যাখ্যা, পুলিশের যেমিতি অবস্থান নয়। এ ছাড়া, প্রতিবেদনে ২০ জুলাইয়ের একটি ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে পুলিশের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সেই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান পদক্ষেপের নির্দিষ্ট সম্পর্ক কী, তা স্পষ্ট নয়। ‘ ভয় পেয়েছে’, দাবি আন্দোলনকারীদের, আটক হওয়ার পর ‘ জনতা পার্টির নেতারা কেপ্তে ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁদের বক্তব্য, স্বৈরাচারীরা ভয় পেয়েছে। জ্ঞানেশ কুমারকে ইত্তফা দিতেই হবে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ এবং আন্দোলনের দাবিকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। অন্যদিকে, বিস্ফোত ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই প্রশাসন

পদক্ষেপ করেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। অনুরূপি ছাড়া কর্মসূচি চালানোর চেষ্টা হলে কী ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা নিয়েও সতর্ক করেছে পুলিশ। এদিকে যন্তর মন্ডরের আন্দোলনকে ঘিরে বিজেপিও আক্রমণ শানিয়েছে। সেরঘা। শিবিরের অভিযোগ, এই আন্দোলনের নেপথ্যে বিদেশি শক্তির মদত থাকতে পারে। যদিও এই অভিযোগের সমর্থনে প্রকাশ্যে নির্দিষ্ট প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। রাষ্ট্রপতির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নরীন বলেন, আজ দেশে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও গুরুতর পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা চলছে। এমন এক দেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চলছে, যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ শান্তি ও সস্ত্রীতভাবে সঙ্গে বসবাস করে। কারা এসব করছে? এর পর তিনি কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া গ্রেট এবং আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ

দ কেজরিওয়ালের সাহযোগীদের নিশানা করেন। তাঁর অভিযোগ, এই দুই রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে যুক্ত শক্তিগুলি দেশে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে। একদিকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের আটক করা এবং বিজেপির পালাট আক্রমণ-সব মিলিয়ে দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। বিমানবন্দরে মহিলা পুলিশ অধিকারিকদের দিয়ে নেতাদের আটক করার সিদ্ধান্ত ঘিরে আলোচনা চললেও, এর প্রকৃত কারণ জাাতে পুলিশের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। এখন নজর, আটক নেতাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী কী পদক্ষেপ করা হয় এবং যন্তর মন্ডরের আন্দোলন কোন দিকে এগোয়। রাজনৈতিক চাপানুভূতোরের মধ্যেই এই ঘটনা নতুন করে কেপ্তর- বিরোধী সংঘাতকে সামনে নিয়ে এসেছে।

ভোটচুরি, বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস মিলেছে বিরোধী নেতাদের

নয়াদিল্লি, ১০ স্ত্তম্ভাবর : ভোটচুরির অভিযোগ নিয়ে এবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বারস্থ বিরোধী জোট ‘ শনিবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের অভিযোগ ও দাবিদাওয়া তুলে ধরেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী শিবিরের অন্যান্য প্রতিনিধিরা। বৈঠক শেষে তাঁদের দাবি, মন দিয়ে বিবেচনার বক্তব্য শুনেছেন রাষ্ট্রপতি। পাশাপাশি, অভিযোগের সপক্ষে তথ্যপ্রমাণও চেয়েছেন তিনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস মিলেছে বলেও জামিনুজেনে বিরোধী নেতারা। রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দিয়েছে বিরোধী প্রতিনিধি দল। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষায় রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো

হয়েছে বলে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বিরোধীদের অভিযোগের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি নিজে কী বলেছেন, তার স্বাধীন ও বিস্তারিত বিবরণ এখনও সামনে আসেনি। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। ইতিবাচক সাড়াও পেয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন এবং বিস্তারিত পর্যালোচনা করবেন। তবে এর জন্য তাঁর প্রমাণের প্রয়োজন। তিনি আমাদের প্রমাণ পাঠাতে বলেছেন। এবং আমরা তা পাঠানোর কথা জানিয়েছি। তৃণমূল নেত্রীর আরও দাবি, দেশের মানুষ এই বিষয়টি নিয়ে উদ্দিগ্ন। সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে গণতন্ত্র রক্ষায় রাষ্ট্রপতির যথাযথ পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। এর পরই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে নিশানা করেন তিনি। রাহুলের অভিযোগ, ভোটচুরির

দেশের ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় মমতা আরও দাবি করেন, ভোটচুরির বিষয়টি তিনিই প্রথম সুপ্রিম কোর্টে তুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে ওঁা প্রশ্নের যথাযথ তদন্ত হওয়া জরুরি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও বৈঠক নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর দাবি, রাষ্ট্রপতি বিরোধীদের অভিযোগ খারিজ করে দেননি। রাহুল বলেন, মূল বিষয়টি হল, আমি ভেবেছিলাম রাষ্ট্রপতি ‘ভোট চুরি’র অভিযোগ অস্বীকার করবেন। বলবেন যে, ভারতে একটি অব্যাহ ও সৃষ্ট নির্বাচনী ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও হতবাক হয়েছি যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি আমাদের কথা মেনে নিয়েছেন। এর পরই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে নিশানা করেন তিনি। রাহুলের অভিযোগ, ভোটচুরির

পিছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা রয়েছে। তবে এগুলি রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক অভিযোগ বৈঠকে রাষ্ট্রপতি এই অভিযোগগুলিকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন, এমন কোনও স্বাধীন নিশ্চিতকরণ সামনে আসেনি। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগেও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধীদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, ইতিমেষর পরিবর্তে বালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণের দাবি জাতিবেশনে তারা। খাডগে বলেন, তিনি মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনেছেন এবং জামিনুজেনে যে তিনি বিষয়টি পুশ্চানুপুশ্চভাবে খতিয়ে দেখছেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষা করার দশ সদস্যের প্রতিনিধি দলে রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে (এসইআর) তাদের তিনজন হকি খেলোয়া়েরে অপসারণ কৃতিত্বকে সম্মান জানাতে ৯ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে গার্ডেনে রিচ-এ অবস্থিত এসইআর সদর দপ্তরে একটি বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাঁরা সেই ভারতীয় মহিলা হকি দলের সদস্য ছিলেন, যারা ফইনালে চীনে পেরাজিত করে ২০তম এশিয়ান গেমস, আইচি-নাগোয়া ২০২৬-এ স্বর্ণপদক জয় করেছেন। খেলোয়া়ারা হলেন ভারতীয় মহিলা হকি দলের অধিনায়ক মিস সাগিমা তেহেতে, মিস নিক্কি প্রধান এবং মিস দীপিকা সারোনা।সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈন খেলোয়া়ীদের তাদের অসাধারণ দক্ষতা ও সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধনা জানান এই সাফল্য রেলওয়ে পরিবার ও সমগ্র দেশের জন অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তাঁদের নিষ্ঠা, দলীয় সংহতি এবং ক্রী়াক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় হকির জন্য অনেক গৌরব বয়ে এনেছে।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, এসইআরএসএ (সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন)-এর সভাপতি, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে তাদের এই সাফল্যে গর্বিত এবং ভবিষ্যতে তাঁদের ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানানোছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর, গোরখপুর এবং তিনটি বিভাগের প্রধান স্টেশনগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচি

গোরখপুর, ১০ অক্টোবরঃ ১ থেকে ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত ভারতীয় রেলে পালিত পরিচ্ছন্নতা পক্ষকাল অভিযানের অংশ হিসেবে, একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রচার এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর, গোরখপুর এবং তিনটি বিভাগের প্রধান স্টেশনগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে, অবাঞ্ছিত পোস্টার, ব্যানার এবং গুটখার দাগ অপসারণের অভিযানের অংশ হিসেবে ফুট ওভারব্রিজ, সাবওয়ে, প্ল্যাটফর্মের দেয়াল, স্তম্ভ এবং সিঁড়ি থেকে গুটখাপান মসলার খুতুর দাগ পরিষ্কার করা হয়। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে যাত্রীদের স্টেশন পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। উপযুক্ত স্থানে ক্লিন রেল বার্তা এবং সাইনেজ সম্পর্কে যাত্রীদের সচেতন করা হয়। এবং ট্রাকের পাশের ড্রেনেজ পরিষ্কার করে কীটনাশক পাউডার ছিটানো হয়। বারাগসী বিভাগের বেনারস, বারাগসী সিটি, ভাটনি জংশন, ছাপড়া, সিওয়ান, দেওরিয়া সদর, মাউ, বেলথারা রোড, সালেমপুর, আজমগড়, বল্লিয়া, গাজিপুর সিটি এবং প্রয়াগরাজ রামগঞ্জ স্টেশনগুলিতে অবাঞ্ছিত পোস্টার, ব্যানার এবং গুটখার দাগ অপসারণ অভিযানের অংশ হিসাবে,



করার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাই এর মতো স্লোগানের মাধ্যমে যাত্রী ও সাধারণ জনগণকে সচেতন করা হয়। এছাড়াও, স্টেশনগুলিতে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে যাত্রীদের স্টেশন পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা হয়।ইচ্ছতানগর বিভাগের বিভিন্ন স্টেশন এবং রেল চত্বরে অননুমোদিত পোস্টার ও ব্যানার অপসারণ এবং নো রেড অ্যান্ড

ইয়োলে স্পটস অভিযানের অধীনে বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। যাত্রী চলাচল বেশি এমন এলাকা, যারন ফুট ওভারব্রিজের সিঁড়ি, সাবওয়ে এবং স্টেশনের প্রবেশ ও বাহির



হওয়ার গेट থেকে পান মসলা ও গুটখার লাল ও হলুদ দাগ পরিষ্কার করার জন্য বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়েছিল। যাত্রী এবং রেল কর্মচারীদের প্রকাশ্য স্থানে থুতু ফেলা ও ময়লা ফেলা থেকে বিরত থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। এই অভিযান চলাকালীন, থুতু ফেলে ময়লা ফেলবেন না-এর মতো পরিচ্ছন্নতা বার্তা প্রচার করা হয়েছিল।

‘২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি না দিলে অনশন’ দিল্লিতে ধরপাকড়ের প্রতিবাদে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সোনম ওয়াংচুকের

নয়াদিল্লি, ১০ স্ত্তম্ভাবর : দিল্লিতে ‘কোকরোচ জনতা পার্টির বিস্ফোত ঘিরে ধরপাকড়ের ঘটনায় ফের সরব লাদাখের শনিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকা শনিবারের আন্দোলনে নিজে উপস্থিত না থাকলেও আঁকে নেতাদের পাশে দাড়িয়ে কেন্দ্র ও দিল্লি পুলিশকে কড়া বার্তা দিলেন তিনি। রবিবারের মধ্যে সমস্ত আঁকে নেতাকে মুক্তি না দেওয়া হলে ফের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ‘থ্রি ইন্ডিয়াস’-এর ‘ বলে পরিচিত ওয়াংচুকা তাঁর প্রস্তুতিব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ধরনা, অনশন কিংবা মিছিল। সেই আন্দোলন লেহ অবধা দিল্লি-য়ে কোনও জায়গায় হতে পারে বলেও জানিয়েছেন তিনি।শনিবার দিল্লিতে

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিস্ফোভের ডাক দিয়েছিল ‘কোকরোচ জনতা পার্টি’। কিন্তু কর্মসূচি ঘিরে রাজধানীতে আগে থেকেই জোরদার করা হয়েছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একাধিক জয়গাঘা.ব্যারিকেড, বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও আধােসনা মোতায়েন এবং বিভিন্ন বিধিনিষেধের মধ্যেই শুরু হয় ধরপাকড়া। আন্দোলনে যোগ দিতে আসা একাধিক নেতা ও কর্মীকে আঁকে কড়া হয় বলে খবর।আটকের ঘটনায় বিস্ফোত প্রকাশ করে সমাজমাধ্যমে একটি বার্তা দেন ওয়াংচুকা। তাঁর অভিযোগ, সেই আন্দোলন লেহ অবধা দিল্লি-য়ে সাংবাদিক এমনকি সাংসদদেরও আঁকে কড়া হয়েছে। এর আগে তিনি

আন্দোলন শান্তিপূর্ণ রাখার আবেদন জানিয়েছিলেন বলেও উল্লেখ করেন। ওয়াংচুকের বক্তব্য, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অনুমতি পাওয়া যাবে বলেই তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি দেখে তাঁর মনে হচ্ছে, দেশে শান্তিপূর্ণ বিস্ফোভের পরিসর কমানা সম্ভূচিত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিকে তিনি ‘ জরুরি অবস্থা’ বলেও কটাক্ষ করেছেন। আটক আন্দোলনকারীদের মুক্তির দাবিতে কেন্দ্র ও দিল্লি পুলিশের উদ্দেশে সমগ্রসীমা বেঁধে দিয়েছেন ওয়াংচুকা। তাঁর বক্তব্য, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আটক নেতাদের ছেড়ে না দিলে তিনি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ শুরু করতে বাধ্য হবেন।



মা আসছেন তাই দিন গোনা শুরু, মা আর কিছুদিন দূরে! পূজো আসছে,সবার মনে আনন্দ বাড়ছে। চলছে নতুন জামা কাপড় কেনাকাটা আর প্যাভেল হিপ্প গ্লানিং। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ আকাশ জুড়ে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ,কাশের বন জানান দিচ্ছে মা আসছেন বাপের বাড়ি। পূজো মানেই ফিরে পাওয়ার আনন্দ, আর পুরনো দিনের স্মৃতি ঢাকের আগুয়াজ আর আলোর রোশনাইয়ে জাগছে সবার মন। মা আসার কদিন আগে এই দৃশ্য দেশে বুক কাঁপানো আনন্দ মা এগিয়ে চলেছে প্যাভেলের দিকে- মুমূর্ষী বেে চিম্মরী রূপে আবাহন। হবি ও সংবাদ বিনয় সিংহ রায় হরি পাল , হুগলি।

এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ স্বর্ণপদক

জয়ের জন্য এসইআর-এর ৩ জন মহিলা হকি খেলোয়াড়কে সংবর্ধনা



কলকাতা, ১০ অক্টোবর : সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে (এসইআর) তাদের তিনজন হকি খেলোয়া়েরে অপসারণ কৃতিত্বকে সম্মান জানাতে ৯ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে গার্ডেনে রিচ-এ অবস্থিত এসইআর সদর দপ্তরে একটি বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাঁরা সেই ভারতীয় মহিলা হকি দলের সদস্য ছিলেন, যারা ফইনালে চীনে পেরাজিত করে ২০তম এশিয়ান গেমস, আইচি-নাগোয়া ২০২৬-এ স্বর্ণপদক জয় করেছেন। খেলোয়া়ারা হলেন ভারতীয় মহিলা হকি দলের অধিনায়ক মিস সাগিমা তেহেতে, মিস নিক্কি প্রধান এবং মিস দীপিকা সারোনা।সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈন খেলোয়া়ীদের তাদের অসাধারণ দক্ষতা ও সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধনা জানান এই সাফল্য রেলওয়ে পরিবার ও সমগ্র দেশের জন অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তাঁদের নিষ্ঠা, দলীয় সংহতি এবং ক্রী়াক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় হকির জন্য অনেক গৌরব বয়ে এনেছে।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, এসইআরএসএ (সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন)-এর সভাপতি, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে তাদের এই সাফল্যে গর্বিত এবং ভবিষ্যতে তাঁদের ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানানোছে।

NAME CHANGE
I, Firoz Ali Khan (old name) S/o- Iner Khan residing at Tajpur, Damerhat, Murutia, Dist - Nadia, Pin-741158 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from FIROZ ALI KHAN to FIROJ ALI KHAN and henceforth I shall be known as FIROJ ALI KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 10/10/2026. FIROZ ALI KHAN (old name) and FIROJ ALI KHAN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Pradip Pal, son of Biraja Kanta Pal, R/o - Vill. Asanogla, P.O. Narayanpur,P.S. Rampurhat, Dist. Birbhum, W.B.,do hereby declare that my name, Pradip Pal, son of Biraja Kanta Pal, is recorded in my Aadhaar Card No. 5926 5548 7541 and Voter Card No. CBF1801711. That Dipika Pal is my daughter, and her name is recorded in her Admrt Card issued by the West Bengal Board of Secondary Education. That Pradip Pal and Pradip Kumar Pal, son of Biraja Kanta Pal, are one and the same person, as declared vide Affidavit No. 27043 dated 21.09.2026, sworn before the Executive Magistrate, Rampurhat, Birbhum.

নাম ও পদবী পরিবর্তন
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, মালদার সমুখ্যে এফিডেভিট বাদে 28/09/2026 তারিখে খোলাসা করেছি যে, আমার পিতা (Late) Amjad Ali (সরিক নাম, আমার আধার কার্ড নং - 2186 9205 7882 ও ভোটার কার্ড নং - WZ0516005 এ উল্লেখিত) এবং (Late) Amjad Sekh (আমার পালকর্তা নং - R9977965 এ উল্লেখিত) একে ও অভিন্ন ব্যক্তি। -Sabir Sekh, পিতা- (Late) Amjad Ali ভিকিনা - গ্রাম - সাফরমা, পোঃ - সাধাপুর, থানা + জেলা - মালদা - 732142 (পূর্ববর্তী)।

NAME CHANGE
I, BALA MANINDRA alias MONIN-DEA NATH BALA(old name) S/o-Late Manycharan Bala residing at Vill-Baksha, P.O.-Baksha, P.S.-Bagdah, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743232 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and I shall be known as MANINDRA BALA(new name) in all purpose vide an affidavit no. 9629 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Pgs dated 06/10/2026. BALA MANINDRA, MONINDEA NATH BALA and MANINDRA BALA all are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SANTOSH KUMAR SINGH (old name) W/o- Santosh Kumar Singh residing at 68/3, S.H.K.B Sarani, South Dum-dum, North 24 Pgs, Pin-700074 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SULEKHA SINGH to SULEKH KUMARI SINGH and henceforth I shall be known as SULEKHA KUMARI SINGH(new name) in all purpose vide an affidavit no. 23998 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 09/10/2026. SULEKHA SINGH and SULEKHA KUMARI SINGH both are same and one identical person.

ঘরে বসেই ভারতের বোলিং পরিকল্পনা সাজালেন ‘সূর্যকুমার’!



মুম্বই, ১০ স্ত্তম্বার : বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হয়েও এখন ভারতীয় দলের বাইরে সূর্যকুমার যাবাব। আর ঘরে বসে টিভিতে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ দেখতে দেখতেই শেষ পাঁচ ওভারের বোলিং পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেললেন তিনি! সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন সূর্যের স্ত্রী দেবিশা শেট্টি।

আর তা প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে চর্চা। নেটিজেনদের একাংশের প্রশ্ন, ভারতীয় দলের নেতৃত্বে না থাকলেও সূর্যের ক্রিকেটীয় ভাবনায় কি এখনও ম্যাচ যোানোর ক্ষমতা রয়েছে? দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি তে ২৪৯ রান তুলেও জিততে পারেনি ভারত। ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক শাই হোপের দুরন্ত শতরানের সৌজনে শেষ পর্যন্ত ৯ বল বাকি থাকতেই জয় তুলে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচের শেষ পাঁচ ওভারে ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে কার্যত ঝড় তোলেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটররা। সেই পরিস্থিতিতে কোন বোলারকে কখন ব্যবহার করা উচিত ছিল, ঘরে বসেই তার হিসাব কষতে দেখা গেল সূর্যকে। ভিডিওতে ম্যাচ দেখার সময় নিজের মনেই কিছু একটা বলছিলেন সূর্য। পাশে বসে তা লক্ষ করেন দেবিশা। স্বামীর কথাবার্তা শুনে তিনি জানতে চান, কী নিয়ে এত ভাবছেন? সূর্য জানান, ম্যাচের আর মাত্র পাঁচ ওভার বাকি। তখনই দেবিশা প্রশ্ন করেন, কে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে? ‘নিশে, কী বলছিলেন সূর্য? এর পর নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। তাঁর প্রস্তাব ছিল, প্রথমে কুলদীপ যাদব, তার পর অক্ষর প্যাটেল বল করবেন। পরের ওভারটি দিতে চান অর্শদীপ সিংকে। বাকি দুই ওভারের জন্য তাঁর পছন্দ ময়ঙ্ক এবং শিবম দুবো। ভিডিওতে সূর্যকে বলতে শোনা যায়, ম্যাচ যোাবে গুড্ডু মানে কুলদীপ আর অক্ষর। পাঁচ ওভারের মধ্যে এবার বল করবে গুড্ডু, তারপর প্যাটেল। এরপর বল করতে আসবে পাঞ্জি (অর্শদীপ সিং)। এই হয়ে গেল তিন ওভার। রইল বাকি দুই। এক ওভার করবে ময়ঙ্ক। আর শেষ ওভার করবে ‘জায়ান্ট’ (শিবম দুবো)। আমি ভাবছিলাম, কী করা উচিত। সূর্যের এই পরিকল্পনা আর মাঠে ভারতের বোলিং কৌশলের মধ্যে তুলনা টানছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ম্যাচের শেষ দিকে শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল কুলদীপ যাদবকে আরও একটি ওভার দেয়। সেই ওভারে ২৪ রান ওঠে। এর পর ১৯তম ওভারে অক্ষর প্যাটেলকে বল করতে আসা হয়। সেই ওভারেই পরপর ছক্কা হাকিয়ে ম্যাচ ভারতের হাতের বাইরে নিয়ে যান শাই হোপ।

সূর্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী ময়ঙ্ককে ব্যবহার করার কথা থাকলেও মাঠে সেই বিকল্প বেছে নেওয়া হয়নি। অবশ্য ঘরে বসে ম্যাচ দেখা আর মাঠের পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য থাকে। ব্যাটারের ফর্ম, পিচের আচরণ, বোলারের দিনের ছন্দ-সব কিছু বিচার করেই অধিনায়ককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর সমাজমাধ্যমে সূর্যের ক্রিকেটীয় বোধ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। নেটিজেনদের একাংশের বক্তব্য, চাপের মুহূর্তে কোন বোলারকে ব্যবহার করতে হবে, সেই ভাবনা একজন অভিজ্ঞ অধিনায়কের কাছেই প্রত্যাশিত। কেউ কেউ আবার শ্রেয়াসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সূর্যের পরিকল্পনার তুলনা টেনে সমালোচনা করেছেন। তবে একটি ভিডিও দেখে মাঠের অধিনায়কত্বের সম্পূর্ণ বিচার করা সম্ভব নয়।

আগরকরের পর কি বদলাবে পরিস্থিতি?

আগরকর বিদায় নিতেই বিস্ফোরক শামি! ভুবির কামব্যাকে কি বাড়ল আশার আলো?

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : ৩৬ বছর বয়সে ভারতীয় দলে ফিরেছেন ভুবনেশ্বর কুমার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি দলে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর এবার প্রশ্ন, জাতীয় দলের দরজা কি খুলবে মহম্মদ শামির জন্যও? গত মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেও ভারতীয় দলে জায়গা পাননি বাংলার এই পেসার। এর মধ্যে প্রধান নির্বাচক অজিত

চলছে। আমি নিয়মিত পারফর্ম করেছি, নিজের ফিটনেস প্রমাণ করেছি। অর্থাৎ, নিজের দিক থেকে প্রয়োজনীয় কাজগুলি করেছেন বলেই মনে করেন বাংলার পেসার। উইকেট নেওয়া থেকে ফিটনেস-সব ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তিনি। তার পরেও জাতীয় দলের দরজা না খোলায় প্রশ্ন উঠছে নির্বাচকদের ভাবনা নিয়ে। যদিও



আগরকরের মেয়াদ শেষ হয়েছে। আর তার পরেই জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে মুখ খুললেন শামি। নিজের পারফরম্যান্স ও ফিটনেস নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বঙ্গ পেসারের কথায়, গত দু’-তিন বছর ধরে নিয়মিত ভালো খেলেও তাকে একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে বাংলার রনজি ট্রফি অভিযান। কল্যাণী স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ দিল্লি। তার আগে স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে শামির জাতীয় দলে ফেরার প্রশ্ন। ২০২৫ সালের শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে উইকেট পেলেও তার পর থেকে ভারতীয় দলে আর নিয়মিত সুযোগ পাননি তিনি। নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও মাঠে পারফরম্যান্সের মাধ্যমেই জবাব দিতে চান বাংলার অভিজ্ঞ পেসার।

তবে দলে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে শামির বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি বলেন, আমি যখনই সুযোগ পাব, তখন নিজের সেরাটা দেব। তবে সুযোগ না পাওয়ার বিষয়টি যে তাকে ভাবায়, তার পরের মন্তব্যেই তা স্পষ্ট। শামি বলেন, গত দু’-তিন বছর ধরে আমার সঙ্গে এটাই হয়ে

শামির বাদ পড়ার পিছনে কোনও নির্দিষ্ট কারণকে একমাত্র দায়ী করা যায় না। গত মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে শামির পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে আটটি উইকেট প্রতিযোগিতায় সাতটি ম্যাচ খেলে তাঁর সংগ্রহ ৬৭ উইকেট। বিজয় হাজারে ট্রফিতেও ১৫টি উইকেট পাশাবাদী তার অনুরাগীরা। তবে আগরকরের বিদায়ের কারণেই ভুবি দলে ফিরেছেন বা শামির প্রত্যাবর্তনের পথ সহজ হয়েছে, এমন কোনও নিশ্চিত তথ্য নেই। আপাতত শামির লক্ষ্য বাংলার হয়ে রনজি ট্রফিতে ভালো পারফর্ম করা। জাতীয় দলের দরজা খুললে নিজের সেরাটা দিতে প্রস্তুত তিনি। এখন দেখার, ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক সাফল্য আগামী দিনে নির্বাচকদের মন জয় করতে পারে কি না।

বাড়ানোর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। ভুবনেশ্বর কুমারের ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নিয়েও মুখ খুলছেন শামি। ভুবি আবার জাতীয় দলের জার্সিতে খেলবেন, এই খবরে খুশি তিনি। তবে সতীর্থের নির্বাচনকে নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে মেলাতে চান না বাংলার পেসার। শামি বলেন, ভুবনেশ্বর ভারতীয় দলে ফিরেছেন, সেটা খুব ভালো ব্যাপার। কিন্তু ওর নির্বাচন নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। যদি আমি ভারতীয় দলে খেলায় সুযোগ না পাই, সেটা আমার বার্থতা নয়। ভুবনেশ্বর মূলত আইপিএলে ভালো পারফরম্যান্সের সুবাদে নির্বাচকদের নজরে এসেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, শামি ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে উইকেট নিয়েও জাতীয় দলে ফিরতে পারেননি। দুই অভিজ্ঞ পেসারের ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাপকাঠি নিয়ে তাই আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারতীয় দলের নির্বাচন নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। ভুবনেশ্বরের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে এই সময়ের মিল থাকায় শামির ক্ষেত্রেও আশাবাদী তার অনুরাগীরা। তবে আগরকরের বিদায়ের কারণেই ভুবি দলে ফিরেছেন বা শামির প্রত্যাবর্তনের পথ সহজ হয়েছে, এমন কোনও নিশ্চিত তথ্য নেই। আপাতত শামির লক্ষ্য বাংলার হয়ে রনজি ট্রফিতে ভালো পারফর্ম করা। জাতীয় দলের দরজা খুললে নিজের সেরাটা দিতে প্রস্তুত তিনি। এখন দেখার, ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক সাফল্য আগামী দিনে নির্বাচকদের মন জয় করতে পারে কি না।

নতুন কোচ জাহিরের পরিকল্পনাতেই কি বাদ পড়লেন সিএসকে-র ব্যাটিং কোচ?

মুম্বই, ১০ অক্টোবর : চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে দীর্ঘ ১৬ বছরের সম্পর্কের ইতি টানলেন মাইকেল হাসি। মহেন্দ্র সিং ধোনির দলের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটারের। কখনও ক্রিকেটার, কখনও ব্যাটিং কোচ-বিভিন্ন ভূমিকায় হলুদ জার্সি শিবিরে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিন্তু আগামী আইপিএলে আর সিএসকে-র ভাগআউটে দেখা যাবে না হাসিকে। স্টিফেন ফ্রেমিংয়ের বিদায়ের পর থেকেই তার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত সেই জল্পনাই

যাবে না তাঁকে। তাঁর পরিবর্তে কে ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব নেবেন, তা এখনও ঘোষণা করেনি চেন্নাই সুপার কিংস। শুধু হাসি নন, কোচিং বিভাগে একাধিক পরিবর্তনের পথে হাঁটছে সিএসকে। এর আগেই বোলিং কোচের পদ থেকে এরিক সিমন্সকে সরিয়ে দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি।

হয়েছেন স্টিফেন ফ্রেমিং। ইংল্যান্ডের লাল বলের ক্রিকেটে জো রুটদের ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব হাসিকে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি হননি অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার। তার পরিবর্তে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার



তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন ভারতীয় পেসার মোহিত শর্মাকে। এদিকে, ফিল্ডিং কোচ জেমস ফর্সটারের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলে ওই ক্রিকেট ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। ২০২৭ সালের আইপিএলে তাঁকেও চেন্নাইয়ের কোচিং বিভাগে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা কম বলে খবর। সব মিলিয়ে নতুন মরশুমের আগে কোচিং স্টাফে বড়সড় রদবদলের ইঙ্গিত মিলছে। তবে হাসির বিদায়ের সঙ্গে জাহির খানের পরিকল্পনার সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসেনি। তাই নতুন কোচের সিদ্ধান্তেই হাসির বিদায়, এমনটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। চেন্নাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হওয়ার আগেই হাসির ভবিষ্য নিয়ে অন্য একটি খবর সামনে এসেছিল। সিএসকে-র দায়িত্ব ছাড়ার পর ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের কোচ

টেস্ট দলের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবেন তিনি। এই ভূমিকায় তাঁকে সব সময় দলের সঙ্গে সফর করতে হবে না। পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটানোর কথা মাথায় রেখেই এই দায়িত্ব বেছে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে ক্রিকেট কোচিং থেকে পুরোপুরি সরে যাচ্ছেন না হাসি। গত মরশুমে ‘হান্ড্রেড’-এ ওয়েলশ ফায়ারের কোচের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এবার অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের পরামর্শদাতা হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন। চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে ১৬ বছরের সম্পর্ক শেষ হলেও হাসির কোচিং কেরিয়ারে যে নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে, তা স্পষ্ট। অন্যদিকে, জাহির খানের নেতৃত্বে সিএসকে-র কোচিং বিভাগ ঠিক কোন পথে এগোয়, সেদিকেও নজর থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের। ধোনিদের দলের এই রদবদল আগামী আইপিএলে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।

দিল্লির ‘কোকরোচ আন্দোলন নিয়ে কটাক্ষ পাক ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়ার!

মুম্বই : সিল্লিতে ‘কোকরোচ জনতা পার্টি’র আন্দোলন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ তুলেছে বিস্ফোভের আগেই কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজধানীর একাধিক এলাকা। আটক করা হয়েছে আন্দোলনের নেতাদেরও। এই পরিস্থিতিতে সমাজমাধ্যমে উঠে পোস্ট করে আলোচনায় এঁট এলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া। সরাসরি আন্দোলনের নাম না করলেও দিল্লি পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর মন্তব্যকে ‘আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ হিসেবেই দেখছেন নেটিজেনদের একাংশ। এল্ল হান্ডুলে কানেরিয়া লিখেছেন, আশা করব দিল্লি পুলিশ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেবে। ক্রিকেটের পরিভাষায়, তারা এই মন্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। অনেকের ব্যাখ্যা, আন্দোলনকারীরা মাঠে নামার আগেই পুলিশ যেন সক্রিয় হয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হাতে নিজে নেয়, সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার। যদিও কানেরিয়া নিজে সরাসরি ‘কোকরোচ আন্দোলনের নাম উল্লেখ করেননি। দিল্লিতে যখন বিস্ফোভ ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে, তখনই কানেরিয়ার এই পোস্ট সামনে আসে।

তাঁর মন্তব্যের পর সমাজমাধ্যমে শুরু হয় বিতর্ক। কেউ কেউ পোস্টটিকে পুলিশের আগাম পদক্ষেপের সমর্থন হিসেবে দেখছেন। আবার অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে পাকিস্তানের এক প্রাক্তন ক্রিকেটারের মন্তব্য করার প্রয়োজন কী? কানেরিয়ার বক্তব্যের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও পোস্টটি যে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে, তা স্পষ্ট। তবে তাঁর মন্তব্যকে আন্দোলন দমনের সরাসরি আহ্বান হিসেবে ব্যাখ্যা করার আগে বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি। পাকিস্তানের প্রাক্তন লেগ স্পিনার দানিশ কানেরিয়া বিভিন্ন সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে মন্তব্য করে আলোচনায় এসেছেন। পাকিস্তানের ক্রিকেটজীবনে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, দলের কয়েক জন সতীর্থের কাছ থেকে যথাযথ ব্যবহার পাননি এবং ধর্মের কারণে তাকে আলাদা করে রাখা হত। সেই অভিজ্ঞতার কথা সামনে এনে একাধিকবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন কানেরিয়া। ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে তাঁর বিভিন্ন মন্তব্যের কারণেও সমাজমাধ্যমে তাঁকে



নিয়ে চর্চা হয়েছে। এর আগে নিট-সংক্রান্ত জেন জি আন্দোলনের সময়ও বিজেপির অবস্থানের পক্ষে কথা বলেছিলেন বলে দাবি করা হয়। তবে তাঁর রাজনৈতিক মতামত নিয়ে সমর্থন ও সমালোচনা-দুই-ই রয়েছে। দিল্লির সাম্প্রতিক আন্দোলন নিয়ে তাঁর পোস্টও সেই বিতর্ককে মের উসকে দিয়েছে। উল্লেখ্য, মুখ্য নির্বাচক কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিস্ফোভের ডাক দিয়েছে ‘কোকরোচ জনতা পার্টি’। অভিযোগে তুলে এই কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে দিল্লি পুলিশের তরফে বিস্ফোভের অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে জানা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। মধ্য দিল্লির একাধিক এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংস্থার ১৬৬ ধারা কার্যকর রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছে পুলিশ। বিস্ফোভে যাতে কোনওরকম হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেই কারণেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দিল্লিজুড়ে অন্তত ২৬ হাজার পুলিশকর্মী ও আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে গাভাসকর বলেন, দু’টি মঘর ওভারের পরেও আমার মনে হয়েছিল, ভারত ২৩৫ থেকে ২৪০ রান তুলবে। ভারত তার চেয়েও ৯ রান বেশি করেছে। তাই ব্যাটারদের দোষ দেওয়া যায় না। আমার মনে হয় না, ভারত কম রান তুলেছিল। কিন্তু যেভাবে বল করা উচিত ছিল, সেভাবে বল করতে পারেনি বোলাররা। অর্থা সানি মনে করছেন, ব্যাটারদের দিকে আঙুল তোলার কোনও প্রশ্নই নেই। বরং ভারতীয় বোলারদের বার্থতার দিকেই নজর দেওয়া উচিত। সানি মনে করছেন, ব্যাটারদের দিকে আঙুল তোলার কোনও প্রশ্নই নেই।

বরং ভারতীয় বোলারদের বার্থতার দিকেই নজর দেওয়া উচিত। এখানেই ধামেনি গাভাসকর। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ সূর্য মর্কেলের কাছেও জবাবদিহি চেয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, বোলিং কোচের কাছে জানতে চাওয়া উচিত, তিনি বোলারদের কাছ থেকে ঠিক কী প্রত্যাশা করেছিলেন? তারা সেই অনুযায়ী বল করতে পেরেছেন কি না? টেস্ট ক্রিকেটে ৬৪ সেক্সুরির মালিকের সঙ্গে সহমত প্রাক্তন পেসার বরুণ আয়ানও তার মতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুতেই দু’টি উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ভারতের উচিত ছিল

পেস আক্রমণ বজায় রাখা। কিন্তু চতুর্থ ওভারে অক্ষর প্যাটেলকে এনে ভারত সেই সুযোগ হাতছাড়া করে। ওই ওভারে ১৬ রান দেন অক্ষর। আয়ানের মন্তব্য, পাওয়ার প্লেস চতুর্থ ওভারে অক্ষর প্যাটেলকে বল দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। শাই হোপ এবং রোডম্যান পাওয়ারেলের মতো দুই মিডল অর্ডার ব্যাটার নতুন বলের বিরুদ্ধে বেশ নড়বড়ে। আমার মতে, পেসারদের দিয়েই চার ওভার বল করানো উচিত ছিল। শুরুতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চাপে পড়লেও সেই সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি ভারত। বরং হোপ ও

পাওয়ারেল ক্রিকে খিটু হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাওয়ার ম্যাচের ছবিটিই বলে যায়। অর্থা টিম ইন্ডিয়ার টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বও প্রশ্নের মুখে। শ্রেয়াস অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন, শিশিরের প্রভাব থাকলে রান তড়া করার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। ফলে কত রান করলে ম্যাচ জেতা নিশ্চিত, তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। শ্রেয়াস বলেন, সত্যি বলতে, এই পরিস্থিতিতে কোনও নির্দিষ্ট রানকে নিরাপদ বলা যায় না। শিশির একটা বড় ভূমিকা নেয়। ২৪৯ রানও দু’ওভার বাকি থাকতে তাড়া করে জিতেছে ওরা।

বয়স ৪১। তবু গোলের খিদে একটুও কমেনি

হাজার গোলের মাইলফলক থেকে মাত্র ২০ ধাপ দূরে রোনাল্ডো!

১০ স্ত্তম্বার : বয়স ৪১। তবু গোলের খিদে একটুও কমেনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। হাজার গোলের ঐতিহাসিক মাইলফলক ছুঁতে আর মাত্র ২০ গোলের অপেক্ষা। জাতীয় দল পর্তুগালকে ঘিরে অনিশ্চয়তা ও জল্পনার মাঝেই ক্লাবের জার্সিতে আবারও নিজের জাত মেনালেন সিআর৭। সৌদি প্রো লিগে আল দিরিয়াহকে ৬-০ গোলে হারাল আল নাসের। ম্যাচে গোল করে দলকে এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কেরিয়ারের গোলসংখ্যাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। চল্লিশ পেরিয়ে অনেক ফুটবলারই অবসর নিয়ে ফেলেন। কিন্তু রোনাল্ডো যেন ব্যতিক্রমের আবেক না। হাজার গোলের লক্ষ্য তাঁকে আরও তাড়িত করছে। আল নাসেরের জার্সিতে তাঁর কেরিয়ারের গোলসংখ্যা পৌঁছেছে ৬৮০-এ। ক্লাবের হয়ে এই সাফল্য উদ্‌যাপনে তাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনাও জানানো হয়েছে। মাঠের বাইরের আলোচনা



তিনি। আল দিরিয়াহর বিরুদ্ধে ম্যাচের ২৬ মিনিটে গোল করে আল নাসেরকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। সতীর্থ কিংসনে কোমানের শট বিপর্যয় গোলকিপারের হাতে লেগে ফিরে

এলে ফিরতি বল জালে জড়িয়ে নেন সিআর৭। তার গোলেই ম্যাচে প্রথম এগিয়ে যায় আল নাসের। এর পর আরও দুটি গোল করে ৬-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে সৌদি ক্লাবটি। বাকি গোল দুটি করেন কোমান এবং জোয়াও ফেলিক্স। চমকিত সৌদি প্রো লিগে আট ম্যাচে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা চার। এই

জয়ের ফলে আট ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আল নাসের। শীর্ষে থাকা আল কাদসিয়াহর পয়েন্ট ৩১। তবে গোলাপার্থক্যে এগিয়ে রয়েছে তারা। ফলে লিগের শীর্ষস্থান দখলের দিল্লিজুড়ে অন্তত ২৬ হাজার পুলিশকর্মী ও আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, জাতীয় দলের জার্সিতে কি শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা? যদিও তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নেই। পর্তুগালের হয়ে ২৬৪ ম্যাচে ১৪৬ গোল করেছেন রোনাল্ডো। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর দীর্ঘদিনের সাফল্য তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলদাতার আসনে বসিয়েছে। জাতীয় দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা চললেও ক্লাবের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্সে তার প্রভাব পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আল নাসেরের হয়ে গোল করে হাজারের মাইলফলকের দিকে আরও এগিয়ে গেলেন তিনি। বয়স, সমালোচনা কিংবা জাতীয় দলের অনিশ্চয়তা-কোনও কিছুই যে তাঁর গোলিংের থিডে কমতে পারেনি, তা আরও একবার স্পষ্ট। এখন ফুটবলপ্রেমীদের অপেক্ষা, কবে সেই ঐতিহাসিক হাজার গোলের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবেন সিআর৭।

